Name of the study area:
Data Type: IDI with Household.
Length of the interview/discussion: 51:61
ID: IDI_AMR105_HH_U_24 July 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Healthcare decision maker or caregiver?	Income	Ages and gender of children living in HH	Ages and gender of older adults living in HH	Ethnicity	Family Member
Male	72	Illiterate	HDM	10000	No	72 Years- Male	Banglai	Husband (Res)-Wife, Son

প্রশ্নকর্তা : ওলডার, ইনকাম বিলোও ২০,০০০, ডিসিশন মেকার। টঙ্গী গাজীপুর । চাচা, আসসালামুআলাইকুম । আমার নাম, আমার নাম .....। আমি আসছি ঢাকা মহাখালী কলেরা হাসপাতাল থেকে ।

উওরদাতা : জি ।

প্রশ্নকর্তা : আমরা একটা বিষয় নিয়ে আপনাদের এখানে গবেষনা করতে আসছি সেটা হল যে মানুষ এবং আমাদের বাসা বাড়িতে বিভিন্ন প্রানী গবাদী পশু যদি হাঁস মুরগী যদি থাকে ; এগুলোর বিভিন্ন ধরনের অসুস্থতা হয়, অসুখ হয় ।

উওরদাতা : অসুখ হয় ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা । তো অসুখ হলে আমরা কোথায় যাই ? কার কাছে যাই? কি ধরনের পরামর্শ নেই এই কতগুলো বিষয় নিয়ে একটু কথা বলব । এবং এই অসুস্থতার জন্য আমরা কি কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক খাই কিনা এন্টিবায়োটিক ক্রয় করি কিনা? এন্টিবায়োটিক যদি ক্রয় করি সেটা যথাযথ ভাবে ব্যবহার করি কিনা ? আমরা এই বিষয়টা নিয়ে আপনার সাথে একটু কথা বলব আমরা জানব যে, এন্টিবায়োটিকের যে যথাযথ ব্যবহার হচ্ছে সেটা নাকি কিভাবে ভালভাবে ঔষুধটা ব্যবহার করা যায়? এবং যাতে আমরা এই আলোচনার মধ্যে দিয়ে জানব ঐযে এন্টিবায়োটিকের যথাযথ ব্যবহার সঠিক ভাবে যাতে হয় এটা নিয়ে আমরা সরকারকে একটা পলিসি লেভেলে যাতে আলোচনায় আসে এবিষয়গুলো সেটা নিয়ে একটু কথা বলব । তো আপনি কি আমার সাথে কথা বলতে রাজি আছেন ?

উওরদাতা : রাজি আছি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । কাকা আমি একটু আপনি বলেনতো আপনি কি করেন?

উওরদাতা : আমিতো আগে হোটেলে চাকরী করতাম এখন আজ এক বছর ধরে কর্ম করতে পারি না অসুস্থ ।

প্রশ্নকর্তা : এখন আর কি অসুস্থতাটা কি ধরনের অসুস্থ আপনি?

উওরদাতা : অসুস্থতা আমার আগে মানে পরীক্ষা করছিলাম হাড়ে একসাইডে পানি জমছিল । পানি জমার পরে পানি ফালাইলাম , পানি ফালানির পরে বিভিন্ন ব্যাথা আক্রমন করে আমারে ।

প্রশ্নকর্তা : ব্যাথা আক্রমন করছে ?

উওরদাতা : হ্যা ব্যাথা আক্রমন করার পরে, পরে বেশ কিছুদিন চিকিৎসা করাইছি করানোর পরে ডাক্তার বলছে যে কিছু দিন ব্যাথা থাকবে । এই ব্যাথা এখনো এক বছর চলতেছে কিন্তু ব্যাথা কমতেছে না । আর জ্বর কমতেছে না ।

প্রশ্নকর্তা : তো এটাকি আপনার সবসময় লেগে আছে নাকি ---?

উওরদাতা : এটা এইব্যাথাটা আর ঠান্ডা পানি দিয়ে কখনো গোসোল করতে পারি না ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা ।

উওরদাতা : ঠান্ডা পানি দিয়ে কখনো গোসল করতে পারি না ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা : গোসল করি ঠান্ডা লাগে । আর এমন কিছু খাইতে , খাইতেও পারি না । আর রাইত হইলে একটু কাশ আসে । আর সবসময় ঐ ব্যাথাটা থাকে একেক জায়গায় একাধারে ।

প্রশ্নকর্তা : এই কাশটা কি শ্বাসকষ্ট ? হাপাঁনী?

উওরদাতা : না অসুখ ওগুলি নাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা : না ও মানে ডাক্তার বলছে যে কয় টিবি রোগের লক্ষন এই কথা বলেই মানে আমারে ঔষুধ দিছিলো । খাওয়ার পরে এপ্রিল পর্যন্ত খাইছি বহুদিন খাইলাম , খাওয়ার পরে এখন আর খাইনা বন্ধ করে রাখছি । ডাক্তার বলছে কিছুদিন ব্যাথা থাকবে, সে ব্যাথা এখন একবছর চলতেছে কমতেছে না । অখন আবার বাড়তেছে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । এখন বাড়তেছে ? কিন্তু এমনেতো এটা ছাড়া আরতো আপনার আর এই পরিবারে এখন কারো জ্বর-ঠান্ডা , সর্দি-কাশি এগুলা কি কারো আছে?

উওরদাতা : না এগুলা আছে আমার পরিবারের।

প্রশ্নকর্তা : অ্যাঁ পরিবারের এখানে কে কে থাকে ?

উওরদাতা : এখানে থাকে আমার পরিবার আমি ও আমার ছেলে ।

প্রশ্নকর্তা : মোট কয়জন?

উওরদাতা : তিনজন ।

প্রশ্নকর্তা : তিনজন? না ?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : এখানে কি মাঝে মধ্যে কেউ এসে থাকে ? আপনার এখানে ?

উওরদাতা : না আমাদের এখানে কোন আত্নীয় স্বজন এরকম থাকার মত নাই । আসে দুই এক ঘন্টা থাইকা চলে জায়গা ।

প্রশ্নকর্তা : হু । তো তাইলে আপনারা এ তিনজনই এখন ---

উওরদাতা : এখানে ।

প্রশ্নকর্তা : এখানে আছেন না ?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : আপনার পরিবারের আয় রোজগার কেমন?

উওরদাতা : কারো কোনো আয় রোজগার নাই এরা বসাই ।

প্রশ্নকর্তা : বসাই?

উওরদাতা : বয়স্ক মানুষ ছয় ষাট্ট বাষট্টি বছর হয়ে গেছে ।

প্রশ্নকর্তা : কার?

উওরদাতা : আমার পরিবারের।

প্রশ্নকর্তা : পরিবারের ?

উওরদাতা : জি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আর আপনার বয়স কত?

উওরদাতা : আমার বয়স বাহাওোর ।

প্রশ্নকর্তা : বাহাওোর?

উওরদাতা : জি ।

প্রশ্নকর্তা : তো এখন ইনকাম করে কে?

উওরদাতা : এখন ইনকাম করে একটা ছেলে আছে ঐছেলে অটো চালায় । যা কিছু ইনকাম করে ঐটা দিয়ে মানে চলতে হয় আরকি।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ওর রোজগার কত হয়?

উওরদাতা : ধরেন মাসে একহাজার ইয়া না দশ হাজার ।

প্রশ্নকর্তা : দশহাজার টাকা?

উওরদাতা : দশহাজার টাকা ।

প্রশ্নকর্তা : দশহাজার টাকা , না?

উওরদাতা : জি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো ঘরেতো দেখতেছি যাই হোক , এটা বাসা ভাড়া কত দেন?

উওরদাতা : চারহাজার টাকা ।

প্রশ্নকর্তা : চারহাজার টাকা?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : ঘরে আর কি কি আছে আপনার এখানে ?

উওরদাতা : এখানে তো আর কিছু নাই এই যা আছে এই আছে ।

প্রশ্নকর্তা : এই এর মধ্যে কি আছে ? খাট আছে ।

উওরদাতা : জি ।

প্রশ্নকর্তা : টিভি আছে

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : বলেন আর কি আছে ।

উওরদাতা : টিভি আছে হাড়ি পাতিল আছে । এইযে আছে সব আর এমন -------

প্রশ্নকর্তা : এটা কি ?

উওরদাতা : এটা সোপিছ ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । এগুলা আছে ।

উওরদাতা : জি ।

প্রশ্নকর্তা : এছাড়া কি আপনার কোন জায়গা সম্পওি বা কোথাও অন্য ধরনের কোন কিছু আছে ?

উওরদাতা : না এছাড়া আর কিছু নাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তো আপনার পরিবারে যদি কেউ কোন ধরনের অসুস্থ হয় ।

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা : কি হয় ? এখন কি অবস্থা পরিবারের সবাই কেমন আছে ?

উওরদাতা : না বেশী ভালো নাইতো , সবাই অসুস্থ লেগেই আছি আমার সংসারে সমস্যা আছে । ধরেন দশ হাজার টাকা বেতন পাইয়া কামাই কইরা চারহাজার টাকা ঘর ভাড়া ; ধরেন মেয়ে আছে আবার আপনের নিজেরা দুইজন দোনোজন অসুস্থ আজ আমি একবছর আমার কাজ বন্ধ ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা : আমি কোনো কর্ম করতে পারি না । ঐছেলের উপরে নির্ভরশীল । ছেলে যা আনে তা দিয়ে সংসার চলতে হয় । এই অবস্থায় চলে আরকি ।

প্রশ্নকর্তা : তো এখন তাইলে আপনিও আপনারও এক ধরনের অসুস্থতা এটা সবসময় লাইগে আছে ?

উওরদাতা : লাইগে আছে ।

প্রশ্নকর্তা : চাচীর ও লাইগে আছে ?

উওরদাতা : লাইগে আছে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো এইযে এখন অসুস্থতা গুলো হল কে কাকে দেখাশুনা করে ?

(৫মিনিট ০২ সেকেন্ড)

উওরদাতা : এই ছেলে করে , আর ধরেন আমরা দুইজনে যেভাবে চলি মেডিকেল থেকে ঔষুধ আনি আবার খাই ; আমাদের এই না আনতে পারি যখন কিছু গেপ তো পরে যায় খাইতে পারি না টাকা পয়সার সমস্যা ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা : আমরাতো দশ হাজার টাকার মধ্যেতো এতকিছু করা যায় না , মেডিকেল গেলে ধরেন চিকিৎসা করতে লাগে পনেরোশ দুই হাজার টাকা ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা : তার নিচে কোনঔষুধ আনা যায়না ।

প্রশ্নকর্তা : হু । আপনারা এমনে যান কোথায় এ অসুস্থতার জন্য যান কোথায় ?

উওরদাতা : এ পুবাইল। পুবাইল কলমতলা মেডিকেল ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা : কলমতলা মেডিকেল যাই । ঐখান থেকে ঔষুধ টাকা দিয়ে কিনে আনতে হয় । সবকিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা সবকিছু টাকা লাগে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা : টাকা ছাড়া ওখানে কিছু পাওয়া যায়না , মানে বিদেশী একটা হাসপাতাল আরকি ঐখানে যাইতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো বিদেশী হসপিটাল ঐখানে এটাকি আপনার বাসার কাছাকাছি? কিজন্য যান ওখানে যান কেন?

উওরদাতা : ঐখানে যাবেন বিভিন্ন রোগে যেকোন রোগের জন্য ঐখানে চিকিৎসার জন্য যাইতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : কখন যান মানে কি হইলে পরিবারের---?

উওরদাতা : না ধরেন জ্বর বা কাশ বা ঠান্ডা বা টিবি বা ঐচোখের সমস্যা যেকোন সমস্যা মানে ঐখানে যাইতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা : আপনার পরিবারে এই মুহূর্তে কি কারো ডাইরিয়া বা শ্বাসকষ্ট এই রকম কোন কিছু আছে ?

উওরদাতা : না আছে খালি সামান্য একটু আমার পরিবাবের কাশঁটা আছে ।

প্রশ্নকর্তা : কাশ আছে?

উওরদাতা : হ্যা । হাপাঁনী না এমনে কাশঁ ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা : ডাক্তাররা বলে এটা টিবির লক্ষন এটাই বলে , ডাক্তাররা যা বুঝে আমরা তাই বুঝি ।

প্রশ্নকর্তা : তো এরকম যদি হয় দৈনদিক ধরেন আপনাদের ঘরে বিভিন্ন কাজ কর্ম থাকে না?

উওরদাতা : জি ।

প্রশ্নকর্তা : তো এই কাজ কর্ম করতে গিয়ে হটাৎ করেকি কেউ কখনো অসুস্থ হইছে ?

উওরদাতা : হয় আমার পরিবার হয় মানে যখন মেয়ে যাইবোগা তখন ঠান্ডা পানিতে কাজ করলে মানে একটু পরিশ্রম করলে তখন এ অসুস্থ হয়ে পরে জায়গা । তখন -----

প্রশ্নকর্তা : কি হয় একটু বলেন ।

উওরদাতা : জ্বর ঐ কাশ কাইরা যায় ।

প্রশ্নকর্তা : কাশটা বাইরে যায় ?

উওরদাতা : কাশটা বাইরে যায় । (ঠান্ডা লাইগে যায়) আর জ্বর ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা। তো কি করেন তখন ঐটা কি বঝেন কিভাবে সেযে অসুস্থ হইছে ।

উওরদাতা : অখন জ্বর কাশ হইলে যখন দেখছি বিসানায় পইড়ে গেছে তখন ঐ মেডিকেলে ঐ করমতলা মেডিকেল নিয়া যাই , তারা এইখানে পরীক্ষা টরীক্ষা কইরে বলে ; ঔষুধ টষুধ দিয়া দেয় নিয়া আইসে খাই । আবার ঠান্ডা পানি দিয়ে কাজ করলে আবার এই একই অবস্থা হয় ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা । আচ্ছা এটা হল চাচীর কথা বলতেছেন ?

উওরদাতা : জি ।

প্রশ্নকর্তা : আপনার ছেলের কথা? ছেলের কি অবস্থা তার কোন ?

উওরদাতা : না তার কোন সমস্যা নাই ।

প্রশ্নকর্তা : তার কোন আল্লাহ রহমতে কোন সমস্যা নাই?

উওরদাতা : না না সমস্যা নাই । যে না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো এখন যে তাইলে আপনি বলতেছিলেন ঐযে পুবাইলে যান ।

উওরদাতা : জি ।

প্রশ্নকর্তা : তো এইযে পুবাইলে যাবেন এই সিদ্ধান্তটা কে নেয়?

উওরদাতা : আমি নেই ।

প্রশ্নকর্তা : আপনেই নেন?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা :আপনি কিভাবে নেন মানে--?

উওরদাতা : টাকা পয়সা ধরেন ঐআমার একটা শালা আছে, কই টাকা পয়সা দেয় আবার ছেলেরতে দেয় আবার এখানে কিছু আত্মীয় স্বজনের বেশ সমস্যা দেখা দিলে তাদের কাছে যাই । তাদের থেকে কিছু নিয়া তারপরে যাই ।

প্রশ্নকর্তা : তাদের কাছ থেকে নিয়ে যান ?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু ধরেন এখন এইযে পরিবারের একজন চাচীর কথা বললেন বা ---

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : আপনার কথাই যদি আমরা বলি যে একটু অসুস্থ লাগছে । হ্যা ? তো প্রথম আপনার মাথায় কোনটা আসে ? কার কাছে যাবেন বা কোথায় যাবেন ?

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা : এটা কি করেন ?

উওরদাতা : তখনতো আমি আত্মীয় স্বজনের কাছে একটু হাত বাড়াইতে হয় যাইয়া । তখন হিসাব করতে হয় ওমুখ মেডিকেল যাইতে হবে ঐকান থেকে যাইয়ে চিকিৎসা করাইতে হইব । এই আরকি ।

প্রশ্নকর্তা: কি কোন মেডিকেলের কথা চিন্তা করেন?

উওরদাতা : কলমতলা । পুবাইল ।

প্রশ্নকর্তা: প্রথমেই কি ঐখানের কথা চিন্তা করেন? না কি করেন? ধরেন আপনার ঘরে---?

উওরদাতা : সরকারী মেডিকেলে যাই গেলে ঐতারা এমনে ঔষুধ দিয়া দেয় মানে কোন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে না । ঐ এক্সরে করাইতে হলে বাইরে এক্সরে করার জন্য পাঠায়, ওমুক খান থেকে এক্সরে করায় আস অমুখ খান থেকে এইটা করায় আস তারপর রির্পোট লইয়ে যাইতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বাইরের থেকে বেশ আমরা ঔষুধ কিনা খাইতে হয় এমন কোনো ঔষুধ মেডিকেলে পাওয়া যায় না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : গেলেও লাল ট্যাবলেট কয়টা দিয়ে দিব । বা ঠান্ডার ঐ প্যারাসিটামল কয়টা দিয়া দেয়। বাস এই পর্যন্তই ।

প্রশ্নকর্তা: ঠান্ডার কি ? ঐ লাল কি ট্যাবলেট দেয়?

উওরদাতা : লাল ঐযে ব্যাথার জন্য ট্যাবলেট দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আর আপনার ঐযে প্যারাসিটামল দিয়া দিব । ব্যাস এই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা : আর কোন ঔষুধ দেয় না ।

প্রশ্নকর্তা: এ কোথা তেকে মানে ?

উওরদাতা : এটা সরকারী মেডিকেল থেকে টঙ্গি মেডিকেল থেকে ।

প্রশ্নকর্তা: কখন যান কখন মানে এই-- ?

উওরদাতা : যখন দেখসি সামান্য বা এমন কিছু সামান্য আছে একটু ঠান্ডা বা একটু কাশ আছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐকারনে এখানে নিয়ে যাই । নিয়ে গেলে তারা বলে ওমুক খান থেকে এক্সরে করায় আসো ওমুখ খান থেকে রক্ত পরীক্ষা করে নিয়ে আসো । তখন তো আমরা আর এখানে করতে পারি না , আর এখানে গেলে পয়সা করিও মানে জোগার করতে হলে সময় দরকার আছে । আর ঐখানে একটা নিয়ম আপনের ঐ হেরা যেখান থেকে বলব ঐখান থেকে এক্সরে করে নিতে হবে । অন্যখান থেকে এক্সরে করাইলে এরা এলাও করে না ।

প্রশ্নকর্তা: কোথায় এটা?

উওরদাতা : টঙ্গী মেডিকেলে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । ধরেন আপনার পরিবারে কেউ যদি কোন ধরনেরর অসুস্থতা হয় হ্যা ? প্রথম আপনি কোথায় যান ?

উওরদাতা : প্রথম?

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : প্রথম সাইডের কোন ডাক্তারের কাছে যাই । ধরেন আশে পাশে যে ডাক্তার খানা গুলো আছে ঐখানে যাই । ঐখানে যাইয়ে বা কিছু ঔষুধ খাই , দেখি সারতেছে না , তখন যাইয়ে মেডিকেলে যাইতে হয় আরকি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

উওরদাতা : মেডিকেল থেকে যদি সুবিধাটা না হয় তাইলে কলমতলা বিদেশী সংস্থা আছে ঐখানে যাইগা আমরা ।

প্রশ্নকর্তা: ঐখানে যান ?

উওরদাতা : হ্যাঁ ।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে প্রথম যে এদের কাছে যান এরা এগুলো কি দোকান?

উওরদাতা : এযে ডাক্তার খানা ছোটখাট একটু দোকান । ডাক্তারী ফার্মেসী ঐখানে যাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এরা কি ডাক্তার, না ফার্মাসী?

উওরদাতা : না ফার্মেসী যে এমনে লইয়ে বসি রইসে স্লিপ দেখে দেখে ঔষুধ দেয় না এমনেয় দেয় । আমার জ্বর একটু কাঁশ ঠান্ডা ব্যাস ধরেন ট্যাবলেট দিল এটা নিয়ে খান সাইরে যাইবগা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা।

(১০ মিনিট ০৩ সেকেন্ড)

উওরদাতা : এভাবেই ।

প্রশ্নকর্তা: এযে এই এই লোকগুলার কাছে আপনারা যাচ্ছেন প্রথমে , হ্যা ?

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: এখানে যে যান এই একা যান না রোগী নিয়ে চাচী---

উওরদাতা : রোগী নিয়ে যাই ।

প্রশ্নকর্তা: হু?

উওরদাতা : রোগী নিয়ে যাই , আমার সমস্যা আছে আমার শরীরটা একটু ব্যাথা করে বা একটু কাশ বা ঠান্ডা তখন ডাক্তারের কাছে বলি এসমস্যা তখন ডাক্তার ঔষুধ দিয়ে দেয় ঐটা আইনে খাওয়াই ।

প্রশ্নকর্তা: মানে কে যায়? একথা গুলা বলার জন্য ?

উওরদাতা : মেয়েটার জন্য আমি যাই , আমি একটু হলে হেরে পাঠাই।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা : বা মেয়ে আছে মেয়েরে পাঠাই ।

প্রশ্নকর্তা: মানে কি করে ওরা যাইয়ে কি করে ?

উওরদাতা : হেরা যাইয়ে বলে যে আমার বাবার ঠান্ডা লাগছে বা জ্বর । বা এই সমস্যা তখন ডাক্তারের কাছে বললে ডাক্তার এই ট্যাবলেট দিয়ে দেয় আমরা খাই ।

প্রশ্নকর্তা: এই ডাক্তারটা কোথায় বসে?

উওরদাতা : এইযে আশেপাশে আছে মার্কেটে আছে । ধরেন এ এলাকার ভিতর আছে ।

প্রশ্নকর্তা: এরা কি ডাক্তার আমি এটা জানতে চাচ্ছি , এরাকি ডাক্তার না ফার্মাসী দোকান ?

উওরদাতা : না এটা ফার্মাসী দোকান, ডাক্তার না ।

প্রশ্নকর্তা: এরা ডাক্তার না?

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: আর তাইলে এদের কাছে যান কেন?

উওরদাতা : তখন এদের কাছে যাই হেরা ঔষুধ দেয় আনি মানে সবাই বেশ ওর কম যায় দেখি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐকারনে যাইতে হয় হাতের কাছে আছে যাই তারপর নিয়ে আসি ।

প্রশ্নকর্তা: সবাই যায় ঠিক আছে কিন্তু আপনি কেন যান আপনার যাওয়ার কারনটা কি ? আমি সেটা শুনতে চাচ্ছি ।

উওরদাতা : এইযে ধরেন একটু শরীরটা এই অসুস্থ হইছে বা তার কাছে গেলাম বা দশটাকা বিশটাকা ট্যাবলেট আনি খাইলাম বা জ্বরটা সাইরে গেল ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বা কাশটা ভালো হয়ে গেল এই ভাবে মানে যাইতে হয় । অখন বড় মেডিকেল যাইতে কত পয়সা দরকার ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । হু ।

উওরদাতা : ধরেন একটু হাসপাতাল যাইতে হইলে বড় একটা হাসপাতাল যাইতে হইলে টাকার দরকার। এখন সরকারী হাসপাতালে গেলেও এক্সরে করতে টাকা লাগে রক্ত পরীক্ষা করতে টাকা লাগে । তাইলে ঐখান থেকে যা হাতের কাছে পাই তা দুইটা ঠেকায় পরে আইনে খাই ।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনার এই বড় হসপিটালে কখন যান আর এই এই হসপিটাল এই ডাক্তারদের কাছে কখন যান?

উওরদাতা : এইটার কাছে যাই ধরেন সামান্য অল্প সল্পে বেশ যেগুলো ট্যাবলেট খাইলে কইমে যাইব । ধরেন একটু সামান্য জ্বর আছে

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তাহলে তার কাছে যাইগা । আর যদি বেশী একটু সমস্যা হয় মেডিকেল যাই । আর নাইলে অন্যান্য ডাক্তারের কাছে যাই। যারা ডাক্তার তাদের কাছে যাওয়া হয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তো এইযে ।

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: আশে পাশে যে ডাক্তার বা যে ফার্মাসীর কথা বললেন এখানে কি উনারা কোন ধরনের লিখিত কোন কিছু মানে প্রেসকিপশন করে ঔষুধ দেয় কিনা?

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: কিভাবে দেয়?

উওরদাতা : না এইটা দেয় না ।

প্রশ্নকর্তা: কিভাবে দেয়?

উওরদাতা : এই এমনে দিয়া দেয়, ট্যাবলেট ধরেন এইযে গেলাম সিরাপ দিব ট্যাবলেট দিব এইটা দিব সেইটা দিব এইটা নিয়ে যান এইটা এমনে খাইয়েন লেইখা দিব ঔষুধের মধ্যে কাইটা দিব নয় লেইখা দিব । এটা এমনে আইবেন এটা এই ভাবে খাইবেন ব্যাস এই পর্যন্তই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । কিছুই আপনার এইখানে দেয় না?

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তো তাইলে এদের কাছে এরা কি কোন ভিজিট নেয়? অপনার কাছ থেকে ?

উওরদাতা : না কোন ভিজিট নেয় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা কোন ভিজিট ও এরা নেয় না ?

উওরদাতা : না না।

প্রশ্নকর্তা:

(১২ মিনিট ৩৪ সেকেন্ড) end of part A

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । চাচা তো আমরা যেটা নিয়া বলতে ছিলাম এখন ধরেন এই যে আশে পাশে যে ডাক্তার গুলার কাছে যান ।

উওরদাতা : জি ।

প্রশ্নকর্তা: এরা কি ডাক্তারী পাশ করা ডাক্তার ? নাকি ?

উওরদাতা : না এরাতো আমরা তো ধরেন এতটুকে ডাক্তারী কোনো পাশের এমন কিছু দেখি না তারা ঐ যে কোনো ঔষুধ দেয় কোন স্লিপ ট্লিপ নাই।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এমনে দিয়া দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যে ধরেন একটা সিরাপ দিল বা দুইটা ট্যাবলেট দিল ঐ কোনা কাইটে দিল এটা তিন বেলা খাইবেন এটা দুইবেলা খাইবেন । এটা এক বেলা খাইবেন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বা এই ভাবে একটা প্যাকেটের উপর লেইখে দাওয়া আছে কোনো তাল করতে দেয় না ।

প্রশ্নকর্তা: তো এই সিরাপ কার জন্য দেয় ?

উওরদাতা : হ্যা?

প্রশ্নকর্তা: সিরাপ কার জন্য দেয়?

উওরদাতা : ধরেন আমার জন্য আনি ভিটামিন সিরাপ আনি বা ক্যালসিয়াম সিরাপ এটা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আবার বিভিন্ন সিরাপ দিলে ঐটা একটা প্যাকেটের উপর লেইখা দেয় যে তিনবেলা খাইবেন এটা দুই বেলা খাইবেন ।

প্রশ্নকর্তা: এটা এই ভাবে লেইখে দেয়?

উওরদাতা : জি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এই সিরাপ গুলাকি ভিটামিন না এন্টিবায়োটিক কোনো সিরাপ?

উওরদাতা : এটা ধরেন ভিটামিন দেয় আমার কথায় ভিটামিন ক্যালসিয়াম কইয়া দেয় আমরা যাইয়া বলি আমাদের এই সমস্যা ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তখন এরা দিয়া দেয় আমরা নিয়া আইনে খাই ।

প্রশ্নকর্তা: হু তো এইযে এখন ধরেন আপনার এই কারো যদি অসুস্থতা হইছে এখানেকি আপনারা এই ডাক্তারের কাছে যে যাচ্ছেন আশেপাশে যে ফার্মাসী দোকানদার একা যান নাকি সাথে রোগী নিয়ে যান ?

উওরদাতা : না সাথে যদি আমাদের নিজের দুইজনের ঘরের ভিতর দুইজন থাকলে ধরেন দুইজনের সমস্ত যাই । ধরেন একজন বেশী অসুস্থ এরে নিয়া আমার যাইতে হয় বা আমি অসুস্থ হে আমারে নেয়া যাইতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বা ধরেন মেয়ে থাকলে মেয়ে নিয়া যায় নয় ছেলে থাকলে ছেলে নিয়া যায় আইসে। নিয়ে যায় আর নাইলে একটু বেশী সমস্যা হইলে মানে মেডিকেল লইয়ে যায়।

প্রশ্নকর্তা: তো এই বেশী সমস্যা হইলে মেডিকেলে নিয়ে যান আমরা যেটা আপনি বলছিলেন ।

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আর এদের কাছে কখন যান?

উওরদাতা : এদের কাছে মানে ঐ একটু সামান্য জ্বর কাঁশ বা থাকলে বা শরীরে ব্যাথা থাকলে যাই ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যাইলে ওরা ঔষুধ দিয়া দেয় ঐটা আইনে খাই পরে ।

প্রশ্নকর্তা: এদের কাছে কেন মানে আপনার এইযে এদের কাছে যাবেন ?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এই যাওয়ার সিদ্ধান্তটা কেন নেন?

উওরদাতা : নি ঐযে অসুস্থ এই কারনে সিদ্ধান্তটা নাওয়া যে ডাক্তারের কাছে যামু এইখান থেকে বিশটাকা ঔষুধ আইনা খামু সুস্থ হমু , বা পঞ্চাশ টাকার ঔষুধ আইনে খামু সুস্থ হমু। অন্যখানে গেলে একশ টাকা লাগবে পাঁচশ টাকা লাগবে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐটাই ভাবী মানে তার কাছে যাইতে হয় আরকি ।

প্রশ্নকর্তা: হু । তাইলে টাকা একটা বিষয়?

উওরদাতা : হ্যা টাকাই বিষয় ।

প্রশ্নকর্তা: আর কি আর কি সুবিধা বা অসুবিধা কোনো কিছু আছে কিনা?

উওরদাতা : সুবিধাতো আছেই ধরেন হাতের কাছে যাই ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আর ধরেন এদিকে গেলে মেডিকেল গেলে একটু সময় বেশী লাইগে যায়গা ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : সবদিকে সমস্যা গরীব হলে বুঝেন না সবাই সমস্যা থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এই কারনে টাকা পয়সার ও সমস্যা থাকে যাতায়াতের ও সমস্যা থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: যাতায়াতে কি সমস্যা হয় ?

উওরদাতা : ধরেন গাড়ীঘোড়া যাইতে লাগব ঢাকা যাইতে সময় লাগব ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আর এখানে আশা করি যাই ডাক্তারের কাছে গেলে বিশ টাকার ট্যাবলেট আনে খাইলে শরীর একটু ভালা লাগব, চলতে পাবর ।

প্রশ্নকর্তা: তো সময় কি আমাদের নাই নাকি?

উওরদাতা : হু ?

প্রশ্নকর্তা: আপনি তো অবসর বলতেছেন আপনার সময় নাই?

উওরদাতা : অবসর থাকলেও তো আরেক দিকে তো ইয়ের দরকার তো আসল টাতো দরকার ।

প্রশ্নকর্তা: আসল টা কি ?

উওরদাতা : আসলটা হল ধন ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : সেটা যদি থাকে তাইলে --

প্রশ্নকর্তা: আসলটা কি?

উওরদাতা : টাকা ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : টাকাই তো মেইন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এখন যদি আশা করি যে মনে মনে কইতাছি আমি সিঙ্গাপুর যাব ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : মনে মনে শুয়া শুয়া দেখি টিভিতে দেখি হজ্ব ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যদি আমি মনে মনে হুইয়া হুইয়া বলি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বইসা বইসা বলি হায় আমাদেরও সম্ভব থাকলে তাইলে আমি এ্রকম হজ্বে যাইতে পারতাম ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা: আমার নাই দেখেই না আমি যাইতে পারি না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা :সবাই এরকম একটা আশার উপর থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : সবাই আশার উপর থাকে ধরেন এই আশা করেইতো বইসা আছি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এখন যে আশা করলে কি হইব ? ইনকাম তো যা তার থেকে খরচা বেশী ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐ কারনেই তো বড় বড় হাসপাতালে যাইতে পারি না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বা তাদের কাছে আগাইতে পারি না , কারণ তাদের কাছে গেলে ভিজিট লাগবে পাচঁশ টাকা ছয়শ টাকা ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এক হাজার টাকা ভিজিট । আর এখানে যাই বিনা পয়সায় কনো ভিজিট নাই, ঔষুধ নিয়ে আসি ।

প্রশ্নকর্তা: হু । তো এখন এরা যে ঔষুধ গুলো দেয় ।

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি যখন ঔষুধ আপনারা কি আপনারা যায়ে বলতেছেন যে আমার এই অসুবিধা ?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: বলার পরে তো, কোন ঔষুধ আপনি নিবেন কোন ঔষুধ নিবেন না এটা এই সিদ্ধান্তটা কিভাবে নেন ?

উওরদাতা : এটা তাদের কাছে বলি যে আমার জ্বর আছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বা কাশ আছে তখন তারা ট্যাবলেট দিয়া দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐ ট্যাবলেটটা আমরা নিয়া আসি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আইনার সময় ঐ মানে লেখে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : প্যাকেট ঐ ঔষুধের সাইডে দিয়ে কাইটে দিব ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : যে এটা তিনবেলা খাইবেন এটা দুই বেলা খাইবেন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ব্যাস ভালো হই যাইব ।

প্রশ্নকর্তা: না, এখন ধরেন ঐ ডাক্তার আপনাকে বলছে যে এই আপনার জন্য এতগুলো ঔষুধ লাগব ।

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: ধরেন আপনি যেটা বলেন প্যারাসিটামল এর কথা বা ঐ সিরাপের কথা বললেন। এতগুলা ঔষুধ লাগব । এখন আপনি এইটা কিভাবে এই এইযে ডাক্তার বলছে পরামর্শটা আপনাকে বলছে যে আপনার এতগুলো ঔষুধ লাগবে ।

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: কি করে তারাকি এগুলা এভাবে বলে ? তখন ওখান থেকে আপনি কিভাবে সিদ্ধান্ড নেন আপনি কয়টা নিবেন কি নিবেন না? ঐটা কি করেন?

উওরদাতা : না অখন ধরেন তাদের কাছে গেলে তো তারা ঔষুধের এক ফোলটা দিয়া দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : ঔষুধের কোন অভাব নাই ঔষুধ এক গাট্টি দিয়া দিবে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তখন আমি বলব ভাই আমার কাছে এত টাকা নাই আমাকে একটু কমায়া দেন ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা : তখন তারা কমায়া দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: তখন তারা কি বলে ? আর আপনি কি করেন?

উওরদাতা : তখন তারা বলে যে জি ঠিক আছে , কমায় হইলে কমায় নিয়ে যান । আর পয়সা যা আছে তা দিয়ে নিয়ে আসি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এই অবস্থা আরকি ।

প্রশ্নকর্তা: এইযে কমায় আনেন এখন ডাক্তারতো বা যে ফার্মাসীতে যে বসে সে অথবা যে ডাক্তারের কাছে যাচ্ছেন । তারা যে ঔষুধ গুলো লিখে দেয় বা পরামর্শ দেয় এতগুলো লাগবে আপনার জন্য । ওখান থেকে যদি কমায় আনেন বাকিগুলা যে আনলেন না তখন এগুলা মানে পরে কি আবার কিনতে হবে কিনা বা এটা পুরাটা কিনতে হবে কিনা ? তখন কি মানে ---

(৫ মিনিট ০৭ সেকেন্ড)

উওরদাতা : তখন এটা শেষ হয়ে গেলে যদি মোটামুটি সুস্থ হয়ে যাই তখন যাই না আর যদি না সুস্থ হই নাই তখন তার কাছে আবার যাইতে হয় । যাই এইযে আমার এই ঔষুধ বাকি আছে আমারে এটা আবার দেন ।

প্রশ্নকর্তা: ঔষুধ বাকি আছে কিভাবে বুঝেন ?

উওরদাতা : যে যেগুলা লিখছে ইয়া বলছে যে আপনে ঐযে যে ঔষুধ খাই ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐ ঔষুধের কাগজগুলা নিয়ে যাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা : ঐ কাগজগুলো নিয়ে গেলে এই ঔষুধ আমি আগে খাইছি এটা খাইছি এটা খাইছি এখন সামান্য কিছু কমছে বা কমে নাই।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐডি দেখে নিজে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তখন তারা পরিবর্তে আবার ঔষুধ দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐ ঔষুধ গুলা খাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তখন কাগজগুলো নিয়ে যান?

উওরদাতা : হ্যা । কাগজগুলা নিয়ে যাই ।

প্রশ্নকর্তা: হু । তো এরকম আপনার ধরেন কতগুলো কাগজ কতগুলো ঔষুধ দেয় তারা?

উওরদাতা : দেয় ধরেন কেও যেই, যেরকম যে কাউকে বেশীও দিতে পারে কম ও দিতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: হু । তো কোন কোন রোগের ঔষুধ দেয় ঐখানে ?

উওরদাতা : ধরেন জ্বর ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : জ্বরের ঔষুধ দেয় সাভাবিক একটু কাশ হলে দেয় । বা সামান্য শরীরের কোন দুর্বলতা হইলে তারপর এগুলা দেয় । যেগুলা আমরা আইনা খাই ।

প্রশ্নকর্তা: তো একটা হলযে আগে গেলেন ডাক্তারের কাছে । এখন ঔষুধের জন্য কোথায় যান ?

উওরদাতা : ঔষুধের জন্য এখানে যাই ।

প্রশ্নকর্তা: ঔষুধের জন্য তার কাছে যান?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: তার মানে কি ? কি দাড়ালো একই জায়গাতে সে ও ডাক্তার সে ও ফার্মা , মানে ?

উওরদাতা : সব কিছুই একইধারে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা : হ্যা সবকিছু একইধারে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তার মানে ঐ ফার্মাসী দোকানটায় সেই ডাক্তার আপনার কাছে ?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তো আর এইসাইডে আর ঐযে বলতে ছিলেন আবার ঐ ---

উওরদাতা : কদমতলা ।

প্রশ্নকর্তা: কদমতলা ?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: কদমতলা কখন যান ?

উওরদাতা : কদমতলা যাইতে নেই যখন দেখি বেশী অসুস্থ। ঐটার কাগজপত্র আছে ঐটা সবকিছু আছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐটা আপনের ঐ পরীক্ষা টরীক্ষা না করায় কোন ঔষুধ দেয় না । ঐখানে আগে পরীক্ষা করে জ্বর মাপে প্রেসার করব , প্রেসার ট্রেসার সব কিছু দেইখা তারপর ঔষুধ আরকি।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐখানে কোন ভিজিট নাই ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ডাক্তারের জন্য বড় বড় কিন্তু কোন ভিজিট নাই । ঐখানে ভিজিট ছাড়া নেয় খালি একটা টিকেট নি ষাট্ট টাকা এ পর্যন্তই । ঐখানে গেলে তখন তারা এখানে দেখেযে কিনা এ রোগী এক্সরে করাইতে হইব ? তখন এক্সরে করাইবো । বা প্রেসাব, পায়খানা , রক্ত এগুলা পরীক্ষা করাইবো করায় তারপর আপনেরে ঔষুধ দিব । আর না রক্ত পরীক্ষা করন লাগবে না বা প্রেসাব পরীক্ষা করন লাগব না , এক্সরে করন লাগব না তখন তারা এমনে নরমাল ঔষুধ দিয়া দেয় । ঐখানে ঔষুধটা খাইলে একটু ভালো লাগে । ভালো হয় ।

প্রশ্নকর্তা: ওখানের ?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: তো আপনার পরিবারের সর্বশেষ কার জন্য ঔষুধ আনছেন ? কোথা থেকে আনছেন ?

উওরদাতা : হেই খান থেকে আনছি ।

প্রশ্নকর্তা: কবে ?

উওরদাতা : কদমতলা থেকে । এইটা কবে যানি আনছি ? বৃঃহস্পতি বারে, বুধবারে বইটা আছে না? বইটা কই ?

প্রশ্নকর্তা: তো এই এইযে এই কয়দিন আগে গেছেন এখানে?

উওরদাতা : এখানে অনেক চারমাস হইতেছে ।

প্রশ্নকর্তা: চারমাস আগে?

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু সর্বশেষ কবে গেছেন?

উওরদাতা : এইযে এইটা ।

প্রশ্নকর্তা: এটা হল ক হেল্‌থ এন্ড ডেভেলপমেন্ট প্রোগরাম ক' তলা , কদমতলা ।

উওরদাতা : কদমতলা ।

প্রশ্নকর্তা: এইযে এটা আচ্ছা । তো এখানে গেছেন কয়দিন আগে ? চারদিন আগে ।

উওরদাতা : চারদিন আগে ।

প্রশ্নকর্তা: ওখানে কি শুধু ডাক্তার দেখানোর জন্য গেছেন ? না কারে নিয়া গেছেন এটা? এটাতো আপনের না ।

উওরদাতা : না আমার না আমার পরিবারের ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা। চাচীকে নিছেন ?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: তো ঐখানে কি ডাক্তার দেখাইতে নিছেন না ঔষুধের জন্য গেছেন?

উওরদাতা : ঔষুধের ও ঐখানে ডাক্তার ও ঐখানে । ঔষুধ তারাই দেয়।

প্রশ্নকর্তা: বুঝি নাই একটু বলেন খুলে খোলা খুলি বলেন ।

উওরদাতা : ঐখানে ডাক্তারের কাছে যাই ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ডাক্তার আছে ডাক্তার পরীক্ষা নিরীক্ষা করে পরে ডাক্তার ঐ লেখে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : লেখে দিলে ঐখানে ঔষুধ আছে আবার ঐখানের থেকে ঔষুধ কিনে আনতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: ওআচ্ছা । ঔখান থেকে ঔষুধ কিনে নিয়ে আসেন ।

উওরদাতা : নিয়ে আসা হয় ।

প্রশ্নকর্তা: মানে একই জায়গাতে ডাক্তার এবং -- ।

উওরদাতা : বড় হাসপাতাল বিরাট ।

প্রশ্নকর্তা: বিরাট হাসপাতাল ?

উওরদাতা : হ হ ।

প্রশ্নকর্তা: সেখান থেকে সে ঔষুধ গুলা নিয়ে আসেন ?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এখন আপনার পরিবারে যদি ধরেন এটাতো গেল একটা বড় অসুস্থতার জন্য আপনারা ঐখানে যান ।

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: তখন কি কি বলছে ডাক্তার কি অসুখ বলছে ?

উওরদাতা : এই লেখা দিছে ঔষুধ এই ঔষুধ খাবার ,টিবি রোগ বলছে ।

প্রশ্নকর্তা: টিবি রোগ বলছে ?

উওরদাতা : হ্যা । টিবি রোগ বলছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এটার জন্য আপনি ঐখান থেকে ঔষুধ আনছেন ?

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: এমনে পরিবারে যদি কোন ধরনের অসুখ হয় তখন এ ঔষুধ গুলো তো আনেন কোথা থেকে ?

উওরদাতা : ঐখান থেকে আনি । কদমতলা মেডিকেল থেকে ।

প্রশ্নকর্তা: সবসময় কদমতলা যান, না ?

উওরদাতা : না এই এই ধরনের কোন বা সমস্যা দেখা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তাইলে কদমতলা যাইগা আর নাইলে এখানে সাধারন কিছু হয় তাইলে বাইরে থেকে এখান তেকে কিনে আনি ।

প্রশ্নকর্তা: বাইরে থেকে ? এখান থেকে?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: তো এই দোকান গুলোতে কি ধরনের ঔষুধ পাওয়া যায়?

উওরদাতা : ঔষুধ এর কাছে গেলে সবই এরা সবরকমের ঔষুধ দেয় । আমরা নিয়ে আসি এখন ধরেন আমরাতো মূর্খ মানুষ কিছু বুঝি না এদের কাছে আমরা সমস্যা বলি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যে আমার জ্বর আছে , কাশ আছে বা ঠান্ডা আছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তাদের কাছে বলি তারা লেখে টেখে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ধরেন এই ঔষুধ লইয়ে যান ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এটা খানগা ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাইবগা ব্যাস ।

প্রশ্নকর্তা: আর এখন কি কি ঔষুধ আপনারা খান বলেনতো একটু ?

উওরদাতা : এইযে এখন এই এটাই ঔষুধ এটাই খাইতেছি ।

প্রশ্নকর্তা: এখানে যে ঔষুধগুলা লেখা -----?

উওরদাতা : এযে এখন এযে প্রথম যে ঔষুধ গুলো লেখা আছে এইযে।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এই এডি খাইতেছি । আর এগুলা পরে আগে পিছে খাইয়ে গেছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : চার মাস পর পাঁচমাস পর্যন্ত খাইয়ে আসতেছি এগুলো ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : সব । অখন এটা মানে বই বদলায়া এই লেখছে এটা ।

প্রশ্নকর্তা: তো এই এই কদমতলা হস্পিটাল থেকে কি সব ঔষুধ আনেন নাকি কিছু আপনার -----?

উওরদাতা : সব ঔষুধ ।

প্রশ্নকর্তা: এখানে আশেপাশে থেকেও আনেন ?

উওরদাতা : না না বাইরের থেকে , সব এখান থেকে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: ঐখান থেকে কেন আনেন?

উওরদাতা : সব ঔষুধ তারা দিয়ে দেয় ।

(১০ মিনিট ০০ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা: ঐটাকি ঐ পয়সা লাগে না?

উওরদাতা : হ্যা পয়সা লাগে ।

প্রশ্নকর্তা: তো তাইলে ঐখান থেকে আনলে আপনার সুবিধা কি ? আর আপনার কাছে এই যেগুলা আছে এখান থেকে আনলে অসুবিধা বা সুবিধা কি ?

উওরদাতা : সুবিধা অসুবিধা এই সব ঔষুধতো সবার কাছে এখানে পাওয়া যায় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । কোথায় পাওয়া যায় না ?

উওরদাতা : এই ঔষুধ গুলা বাইরের দোকানে পাওয়া যায় না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা : এটা পাওয়া যায় একটা ঔষুধ আছে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : ফ্রি ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : একটা ঔষুধ ফ্রি আছে ঐযে গ্রামের যে হাসপাতাল থেকে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এখানে একটা ঔষুধ ফ্রি আছে ঐ ঔষুধটা খাইলে মানুষের কুলাইতে পারে না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তখন এই ঔষুধটা ঐখান থেকে যাই কিনা আইনা খাওয়া লাগে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তারাই বলছেযে ঔষুধ এমনে বাইরে এটা পাওয়া যায় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : কিন্তু বাইরে কোন ডাক্তার খানায় এটা ঔষুধ পাওয়া যায় না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তাদের থেকে এটা আনতে হয় । হ্যা এই ঔষুধটা এখান থেকে কিনতে গেলে একটু পয়সা বেশী লাগে ঐখানে একটু কম পাওয়া যায়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তাহলে কোথায় কম পাওয়া যায় ?

উওরদাতা : ঐ মেডিকেলে ।

প্রশ্নকর্তা: মেডিকেলের ঐখানে?

উওরদাতা : মেডিকেলে হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে এই এইখানে বেশী পাওয়া যায়? বেশী দাম পয়সা বেশী লাগে?

উওরদাতা : হ্যা পয়সা বেশী লাগে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আর কি?

উওরদাতা : আর বাইরে টাইরে কোন ট্রিটমেন্ট এক্সরে বা রক্ত পরীক্ষা বা প্রেসাব পায়খানা পরীক্ষা করতে হয় পয়সা একটু বেশী লাগে।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আর ঐখানে কম লাগে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা এজন্য ঐখানে যান?

উওরদাতা : হ্যা ঐখানে যাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ঠিক আছে তাইলে , এখানে আপনার এই আশে পাশে যেগুলা তাইলে এটা বলতেছেন একটা হইতেছে পয়সা এরা বেশী নেয় আবার ঔষুধগুলা সবসময় পান না ।

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: তো যেগুলো পান না এখন ধরেন আপনি কি সবসময় কদমতলার ঐখানে যাইতে পারবেন? নাকি যাইতে পারবেন না ?

উওরদাতা : না কদমতলাতো সবসময় যাওয়া সম্ভব হয় , হয় ও না । কোন সময় ঔষুধ ধরেন টাকার উপরে নির্ভর করতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা হ্যা ।

উওরদাতা : জিনিসটা হইলো মেইন হইলো টাকার উপরে নির্ভর ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : ধরেন আমি যদি এখন আমার জরুরী দরকার হইল এখান থেকে দশ টাকা বেশী দিয়ে কিনতে পারব ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : আমার ক্ষমতা আছে তখন আমি এখানে যাইতে পারি । আর যখন দেখি (--------১১:৪১----------)কদমতলা যামু ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যে আমার দুই মাসের ঔষুধ দিব বা পনেরো দিনের ঔষুধ দিব বা একমাসের ঔষুধ দিব । যাই যাইতে আমার বিশটাকা খরচা হইব ঐখানে আমার আবার পঞ্চাশ টাকা থাকবে ।

প্রশ্নকর্তা: অ্যাঁ ।

উওরদাতা : ঐ হিসাবটা কইরে মানে ঐখানে যাওয়া হয়।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা : মেইন হিসাবটা হইলো ঐখানে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা আচ্ছা ।

উওরদাতা : এখন ধরেন টাকা থাকলে এখানে যাই একটা দুইটা দশটাকা দিয়ে কিনে আনতে পারি । দুরু ঐখানে যাব নাকি একটাকা যাক , নয়টাকা বেশী নিলে নিবে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এইটা কইলে বড়লোকেরা কইতে পারে আমরা ধরেন (------১২:০৫-------)

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আমাদের যে ইনকাম হইব সবকিছু করতে পারব ।

প্রশ্নকর্তা: জি ।

উওরদাতা : ইনকাম না থাকলে কি করমু ?

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তখন ঐখানে মানে ঔষুধ তারা দিয়ে দেয় পরীক্ষা নিরীক্ষা করে ভালো ঐ কারনে এখানে যাওয়া হয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু । আচ্ছা । তাইলে চাচা আমি তাহলে একটু শুনব আপনি এন্টিবায়োটিকের কথা এটাকি যানেন? এন্টিবায়োটিক কি আমাকে একটু বলবেন?

উওরদাতা : এন্টিবায়োটিকের কথা কিছু দিন আগে একটু শুনছিলাম যে ডাক্তারের সাথে পরামর্শ না কইরে এই জিনিসটা খাওয়া নিষিদ্ধ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যে কোন সমস্যা হোক একটা সিরাপ, ট্যাবলেট এটা খাইতে হইলে যেকোন ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে খাইতে হবে । কিন্তু ডাইরেক্ট আপনি নিজে ইচ্ছা করে খাওয়া ঠিক না । এটাই শুনছি ।

প্রশ্নকর্তা: এটাকি ? এন্টিবায়োটিকটা কি ?

উওরদাতা : এন্টিবায়োটিক সিরাপ আছে , বিভিন্ন ক্যাপসুলও আছে ধরেন ট্যাবলেটও আছে । অনেক কিছু আছে, ধরেন আমিতো কি আমরাতো লেখা পড়া যানি না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তাইলে আমরা পড়তে পারতাম যে এটা এই কাজের ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এটা এই কাজের ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এই কিংবা সিরাপটা এই কাজের ক্যাপসুল এই কাজের ট্যাবলেট এই কাজের ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : অখন আপনে আমকে যা বুঝাইবেন, কিন্তু আমি তাই বুঝমু । আমি যা আপনাকে বুঝাইতে পারতাম না । আপনে যদি বলেন এই কাশ সিরাপটা খাইলে এন্টিবায়োটিক সিরাপটা খাইলে আপনার কাশ ভালো হবে বা শরীর দুর্বলতা কাটবে শক্তি হবে আমি তাই বিশ্বাস করব । কারন আমিতো লেখাপড়া যানি না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এখন এটা কি হবে না হবে সেটাতো আর আমরা যানি না । আলা আপনি কয়ে দিছেন যে আমি এটা খামু না খাইলে মুখে লইছি বাদে । বা আপনার শক্তি হবে বা আপনার জ্বর ভালো হইব কাশ ভালো হইব । তাইলে আমরা ঐটার উপরই বিশ্বাস করে খাইতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আর আমরাতো মূর্খ আমরা যানি না । বুঝতেও পারমু না । এখন যদি আমরা আর একটু শিক্ষিত হইতাম তাইলে কইতাম না এটা একাজ হয় না । এটা অন্য কাজের । তাইলে তার সাথে আমি কথা বলতে পারব । আর নাইলেতো আমি তার সাথে হেই যা দিবে আমি তাই মাইনে চইলে আসতে হবে । এই অবস্থা আর কি ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক কেন দেয়া হয় ? ব্যবহার করা হয় কেন ?

উওরদাতা : এন্টিবায়োটিক তো আমি কোন সময় ব্যবহার করছি কিনা আমি তো ধরেন ঐযে একবার বললাম । আসলে লেখা পড়া তো যানি না এন্টিবায়োটিক যে আমার জ্বরের লাইগে আনছি বা কাশের লাইগে আনছি বা এমন কোন কিছুর জন্য আনছি সেটাতো আর আমি বুজতে পারি না । ডাক্তারের কাছে গেলে ডাক্তার দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ব্যাস নিয়ে আইসে খাই ।

প্রশ্নকর্তা: হু । তো আপনার কাছে কি মনে হয় এমনেতো ধরেন আরও আরও ঔষুধ দেয় , তাই না?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আরও ঔষুধ দেয় তো সাথে কি এন্টিবায়োটিক দেয় কিনা?

উওরদাতা : না সেটা কোনো আমি এন্টিবায়োটিক কোনো সিরাপ টিরাপ আমরা, সিরাপ ও কয় না ট্যাবলেটও কয় না । এই খাইছিনি কোন সময়? না ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক ?

উওরদাতা : না কোন আমরাতো ঔষুধ বেশ রকম সবসময় খাইতেই থাকি কোন সময় আনি না ।

প্রশ্নকর্তা: ঐযে আপনি বললেন একটু আগে আপনি শুনছেন । অ্যাঁ --

উওরদাতা : হ্যা শুনছি ।

প্রশ্নকর্তা: পরামর্শ করা ।

উওরদাতা : যে ডাক্তারের পরামর্শ লাগবে হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এটা কোথায় শুনছেন?

উওরদাতা : এটা টিভিতে শুনছি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা : টিভিতে বলছে ,যে এন্টিবায়োটিক সিরাপ বা ছোট বাচ্চাদের খাওয়া বা নিজে খাওয়া ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে খাবেন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এটা বলছে ।

প্রশ্নকর্তা: আপনের এইযে আপনার জন্য বা চাচীর জন্য বা এই বা ছেলের জন্য আপনার আপনিতো পরিবারের সিদ্ধান্ত গুলা নেন তো এরকম কি কখনো কোথাও গেছেন ডাক্তাররা এন্টিবায়োটিক দিয়েছে ?

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: আপনাকে । আপনি কি যানেন ? অনেক গুলো ঔষুধতো আপনার এখানে লিখছে ।

উওরদাতা : হ ।

(১৫ মিনিট ০১ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা: এটার মধ্যে কোনটা এন্টিবায়োটিক কোনটা এন্টিবায়োটিক না এরকমকি কিছু বলে দেয়?

উওরদাতা : না বলে না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ?

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: ডাক্তারের সাথে এটা বলে দেয় নাই?

উওরদাতা : না ডাক্তার কখনো বলে নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তাইলে আপনি কি যানেন যে , আমরা কেন এন্টিবায়োটিক খাই আমাদেরকে কেন দেয় ? ডাক্তাররা কেন দেয়?

উওরদাতা : আমরাতো সেটাতো জানি না ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি সেটা জানেন না ?

উওরদাতা : জানি না ।

প্রশ্নকর্তা: এটাকি কোন ধরনের অসুখের জন্য বা অসুস্থতার জন্য দেয় বা ভালো হয় এরকম কোনো কিছু আছে ?

উওরদাতা : না সেটা আমি বলতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা: তো এটা শরীরে কিভাবে কাজ করে ? এটা জানেন?

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক ?

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক তো, এন্টিবায়োটিক আপনি বলছেন যে আপনি জানেন না আপনি কি কখনো এই এন্টিবায়োটিক ক্যাপসুল যে সিরাপ এর কথা বললেন ।

উওরদাতা : জি ।

প্রশ্নকর্তা: জ্বর বা ঠান্ডার জন্য বলছে এরকম, এরকম কি কখনো কোথা থেকে আনছেন বা এগুলো কিনছেন আপনি ?

উওরদাতা : না আমিতো সিরাপ বহুতই কিনছি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যে আমিতো আর নাম জানি না । নাম পড়তে পারি না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : সিরাপ অনেক গুলা খাইছি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ডাক্তারের কাছে গেলে অনেক সিরাপ আনি , ধরেন মেডিকেল থেকেও আনি । কদমতলা ঐখান থেকেও আনি সিরাপ ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : কোনটারতো কি নাম ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : সেটাতো আমি বলতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যখন এযে আপনে এখন দেখছেন এখানে আছে আমি বলছি নাই ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এখন আমিতো আর লেখা পড়া জানি না ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : আমি যদি লেখা পড়া জানতাম তাইলে কইতাম হ্যা এইযে ব্যবহার করতেছি ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : এই ভাবে চলে আর আমিতো ধরেন আনি খাই ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : ব্যাস এপর্যন্ত । অখন ঔষুধটা কি এন্টিবায়োটিক না অন্য কি সেটাতো আমি বলতে পারি না ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু । তো এন্টিবায়োটিক কখন দেওয়া হয় ? দেয় কেন কিল্লাইগা দেয় ? ডাক্তাররা কিল্লাইগা ?

উওরদাতা : যেকোন একটা রোগের জন্যইতো দাওয়া হয় ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : একটা রোগের জন্য দাওয়া যে এই রোগ , হেরা যানে যে এইটা ঔষুধ এই রোগের ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : তখন তারা দিবে আমরা আনব ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : এখন আমরাতো কই ডাক্তারতো আর বলতো না এটা এন্টিবায়োটিক সিরাপ বা এটা এন্টিবায়োটিক ক্যাপসুল এটা এমনে খায়েন এটা এমনে খায়েন । এটাতো আর বলে না । তারা বলে ঔষুধ দিয়া আমরা ঔষুধ নিয়া আসি ।

প্রশ্নকর্তাঃ এরকম কি কোন নিয়ম জানেন যে দুইদিন, সাতদিন বা পাঁচদিনের খাইতে বলছে ?

উওরদাতা : হ্যা । পাঁচদিন , সাতদিন খাইতে বলছে যেমন এই ভাই, নাতিটা আছে না?

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : এই যখন স্টেশনে দোকান আছে হিন্দু এইখান থেকে আনছিলাম আবার ঐ কদমতলা মেডিকেল থেকে তারা লেখে দিছে ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : যে এই সিরাপ খাবা ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : তখন একটা ঔষুধ দিত ছয়দিন কখনো সাতদিন বা কোনোটা পাঁচদিন এভাবে টাইম দিছে ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : ঐগুলা খাওয়াইতো এই পর্যন্তই ।

প্রশ্নকর্তা: এই পর্যন্তই ?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: কি এটা কি ঔষুধ ? এটা কিসের ?

উওরদাতা : এটাকি আমি বলতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এটাকি এন্টিবায়োটিক কিনা? মানে আমি সেটা যানতে চাচ্ছি ?

উওরদাতা : না আমিতো বলতে পারি না ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি বলতে পারচ্ছেন না?

উওরদাতা : আমি বলতে পারছি না ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু ওরা বলছিল যে এটা এতদিন খাওয়াবেন ?

উওরদাতা : হ্যা । এতদিন খাওয়ার জন্য ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এটা বলছে যে আপনার ইয়ার জন্য মেয়ের নাতি --?

উওরদাতা : নাতি জন্য হ্যা । মেয়ে ঘরে নাতির জন্য ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । আপনি বা চাচী ।

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: দুই জনের কেউকি এরকম ক্যাপসুল বা ট্যাবলেট এতদিন মানে কোন কোর্স একটা যে সাতদিন খাবেন দৈনিক একগুলা এমন কোন কিছু বলছে কিনা ?

উওরদাতা : না এরকম কোন ট্যাবলেট আছিল আপনার ঐ তারাই ডাক্তাররা দিতো এটা দশদিন খাবেন এটা পনেরোদিন খাবেন এটা পাঁচদিন খাইবেন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এভাবে ট্যালেট দিতো ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বা ঐ ক্যাপসুল দিতো এইডি খাইতাম ।

প্রশ্নকর্তা: তো এই এগুলো কোথা থেকে দিতো ?

উওরদাতা : এই ইয়া ধরেন এইখান থেকেও কিনতাম ঐখান থেকেও আনতাম । কদমতলা থেকে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । বেশী কোথা থেকে আনেন ?

উওরদাতা : বেশী আনি কদমতলা থেকে ।

প্রশ্নকর্তা: কদমতলা থেকে ।

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: তো সবসময়কি কদমতলা যাইতে পারেন?

উওরদাতা : হে হ্যা সবসময় এখান দিয়ে যাওয়া যায় ।

প্রশ্নকর্তা: যাওয়া যায়?

উওরদাতা : এখান থেকে টেম্পুটে উঠে গেলে ।

প্রশ্নকর্তা: হটাৎ করে কারো কিছু হয়ে গেল তখন কি করেন?

উওরদাতা : তখন তো আপনার এখানে হল আট টাকা পাঁচ টাকা । আর তো এমন কোনো মারাত্নক তেমন কিছু হয় তাইলে টঙ্গী মেডিকেল নিয়ে যাই । বা টঙ্গী মেডিকেল যাইয়ে যদি না পারি তা অন্য জায়গায় পাঠাই ।

প্রশ্নকর্তা: হু । আচ্ছা । তো এযে এখন ঔষুধের কথা বললেন ডাক্তাররা ঔষুধগুলো আপনার এ লিখে দেয় বলছেন।

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আর গুলা বলছেন আপনাদের পাশে যে ডাক্তার দোকান আছে তারা ফার্মসী দোকান আছে তাদের কাছ থেকে আনেন ।

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: তো এরকম কোন ঔষুধ আনার সময় কি কাগজ মানে স্লিপ নিতে হয় ?

উওরদাতা : না । কিছু লাগে না ।

প্রশ্নকর্তা: কি বলেন ?

উওরদাতা : যাইয়া বলি এই সমস্যা তখন তারা ঔষুধ দিয়া দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: তো আপনে কি যায়া ঔষুধের নাম যানেন? আপনি কি বলেন ?

উওরদাতা : না আমি যায়ে বলি তাদের যে আমার এই সমস্যা ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তখন হেরাই বুঝে তখন এই সমস্যা বললে তারা ঔষুধ দিয়া দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আবার কেঁচি দিয়ে কাইটে দিবে কোনা কাইটে দিবে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এটা তিন বেলা খাইবেন এটা দুইবেলা খাইবেন এটা একবেলা খাইবেন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এটা সকালে খাইবেন এটা সন্ধায় খাইবেন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এটা রাত্রে খাইবেন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এভাবে যাওয়া লাগে, যে এটা খাওয়ার পেটে খাওয়ার পেটে খাইবেন নাকি খাওয়ার আগে খাইবেন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এই ভাবে মুখে বইলা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: কেঁচি দিয়ে কাটে কি জন্য?

উওরদাতা : এই এরকম ধরেন এই কোনা দিয়ে কাইটে দিব ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যে এইটা দিয়ে আপনে যদি ভুইলে যানগা ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তাইলে আপনে তিনটা দাগ দিব তিনটা দাগ মনে করবেন যে দিনের বেলা তিনডা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা : আর ধরেন দুই দাগ দিলে দুইডা । আর এক দাগ থাকলে একটা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা : ঐ একটা মানে হিসাব কইরে তারা বইলে দেয় যে এই দাগ দিয়া দিসি এই ভাবে খাইবেন ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এটা কেন ? এই দাগটা কেন দিছে?

উওরদাতা : এই দাগটা দিছে ঐযে আমার স্বরণ থাকবে না যদি আমি ভুইলা যাই ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : তখন ঐযে আমার তিনবার খেয়াল আছিলো এইটা তিনবার ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এইটা দুইবার ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা : একবারটা একবার কাইটে দেয় কোনা কাইটে দিছে , দুইবারটা দুই কোনা কাইটে দিছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তখন আমাগো হিসাব থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: এই এই এইযে ঔষুধগুলো এগুলো কি কোনোটা এন্টিবায়োটিক কিনা?

উওরদাতা : তাতো আমি বলতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা: তা আপনি বলতে পারতেছেন না ?

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ঠিক আছে । তাইলে এইযে ঔষুধগুলো আনলেন এদের কাছ থেকে বা ঐযে আপনার হস্পিটাল থেকে লেখে দিছে ।

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: তখন কি এই ঔষুধগুলো কিনতে গেলে কি প্রেসকিপশন নিয়া যান? নাকি কিভাবে যান ?

উওরদাতা : না এখান থেকে বাইরে এরকম মেডিকেলে গেলে কদমতলা মেডিকেল গেলে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐখান থেকে সব ঔষুধ তারাই দিয়ে দেয় ঐখান থেকে বাইরে কিনা লাগে না ।

(২০ মিনিট ০১ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা: তারা কি প্রেসকিপশন করে দেয় কিনা?

উওরদাতা : হ্যা । হ্যা প্রেসকিপশন লেখা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা : তারা নিজেরাই ঐখান থেকে দিয়া দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা : আর যদি এমন কোন কিছু হয় তাইলে তারা আপনের ঐ ঢাকাতে পাঠায় ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা তাইলে ঐখানে প্রেসকিপশন, এন্টিবায়োটিক কিনার জন্য যদি কখনো যান তখন কি আপনার প্রেসকিপশন লাগে ?

উওরদাতা : হ্যা ? না বিষয়টা আমি আপনাকে ডায়রেক্ট বলি না , ঐ এভাবে বলি যায়া সমস্যা ঔষুধ দেন । বলি আমরাতো আর ইনডিকেট বলি না আমারে এ জিনিসটা দেন এন্টিবায়োটিক ক্যাপসুল দেন বা সিরাপ দেন ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : বা এধরনের কথা বলতে পারি নাতো । বলি না ।

প্রশ্নকর্তা: হু । আপনি কি চিনেন এন্টিবায়োটিক কোনটারে কয়?

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: কোন ঔষুধ দেখতে কেমন এটা দেখছেন ?

উওরদাতা : ঔষুধতো দেয় খাইতেছি এখন কোনটা কোন রকম তাও বলতে পারব না ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক কোনটা সেটা কেমন দেখতে কেমন এটা দেখছেন ?

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: বা আপনার কোন ঔষুধ এন্টিবায়োটিক বলছে এই ঔষুধটা খাইছেন ভালো লাগছে এরকম কোন কিছু হইছে ?

উওরদাতা : না এরকম ঔষুধতো চিনি না ঔষুধতো খাই এই, কোনটা খাইলে ভালো লাগে কোনটা খাইলে একটু খারাপও লাগে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ধরেন আমার আবার কেমনো ঔষুধ আছে একটা আছে অর্ধেক খাইয়ে হালায় দেই খারাপ লাগে । এই ধরনেরই তো হয় কইলাম না লেখাপড়া যানতাম --------

প্রশ্নকর্তা: কেন ফালায় দেন ?

উওরদাতা : এটা অনেক সময় ঔষুধ ভালো থাকে না খারাপ লাগে খাই না । এইযে হেইদিন একটা ট্যাবলেট আনছি।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ট্যাবলেট ভেজাল । ভেজাল কিরকম ? আপনার ঐ টেন মিলাইছি এটা মিল খায়না । মানে ঔষুধের মেয়াদটা মিল খায় না।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : তখন তার কাছে আবার নিয়ে গেছি কয় আপনি হালাইলেন কেয় এটা আপনার বুঝার ভুল আপনারাতো লেখাপড়া যানেন না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আপনের আর একটা লোকরে শিক্ষিতো একটা লোকরে দেখাইতেন এটার আরও তিন মাস টাইম আছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : কিন্তু আমি তো ঔষুধও একটু আইনে ভাঙ্গছি আর গুড়া হয়ে গেছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তখন আমি কয়ছি ঔষুধের মেয়াদ শেষ ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : নয় এইটা গুড়া হইব কেনো ?

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : তখন আমি আবার লইয়ে গেছি ডাক্তারের কাছে । ডাক্তার কইছে কে বলছে ? আই কইছি আমি বলছি ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : কয় না এটার এখনো বহুত সময় আছে ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : এটা আমি আঙ্গুলে টিপ দিছি গুড়া হয়ে গেছে কন এটা কোনো সমস্যা নাই । আমিতো লেখাপড়া যানি না । লেখাপড়া যানলে আমরা বুঝতাম ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : তে এভাবে চলে আরকি । আমরাতো গরীব মানুষ মূর্খ মানুষের এভাবে ঔষুধ খাইতে হয় ।

প্রশ্নকর্তাঃ ঐযে মেয়াদের কথা বললেন এন্টিবায়োটিকের বা ঔষুধের মেয়াদ উৎতীর্ণ একথার মানে কি এটাকি বললেন ?

উওরদাতা : এন্টিবায়োটিক না এগুলা হল ঐক্যাপসুল ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : অন্য ক্যাপসুল ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : দিছে খাইবার লাইগা আর প্যারাসিটামল দিছে যেকোন সমস্যা হোক জ্বর আসুক ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : আসলে আপনার এই প্যারাসিটামল খাবেন ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : এখন অনেক ধরনের অনেক রোগ বাইর হইছে ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : প্যারাসিটামল খাইলে আপনের পরামর্শর পরে আইয়ে ডাক্তার এর লগে যোগাযোগ করবেন ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : ঐ ডাক্তার ভালো মানে হিন্দু লোক কথা আপনে বুঝেনই তো ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : যান ওমুকখানে যান ওমুকখানে যান ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : খুব সুন্দর কথা বার্তা ব্যবহার ভালো ।

প্রশ্নকর্তাঃ তো ঔষুধের মেয়াদের যে বিষয়টা আপনি বললেন ।

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনি এটা কি মেয়াদ বলতে কি বুঝেন?

উওরদাতা : মেয়াদ মানে আমি বুঝি ঐযে বললাম ট্যারলেট দিছে ভাইঙ্গে গেছে গুড়া হয়ে গেছে গা ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : তখন আমি বলছি এটার মেয়াদ শেষ ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : কারন আমিতো বুঝি না ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : আর পড়তেও জানি না ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু।

উওরদাতা : যদি পড়তে যানতাম তাহলে লেখা আছে আরও তিন মাসের টাইম আছে বা ছয় মাসের টাইম আছে এইটার ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : তাইলে বুঝতে পারতাম । আমিতো বুঝতেছি না এটা রিসিট টা ফালায় দিছি । আবার কাগজ লইয়া এর কাছেদৌড় দিছি ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : কয় মিয়া কে বলছে আমি কইছি আমি বলছি , না গুড়ো হইব কেয়া ?

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : কয় এটা কিছু হবে না সমস্যা নাই ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : এটা গুড়ো হয় কিছু সময়, গুড়ো হইলে কি হইছে আপনার টাইমতো ঠিক আছে ।

প্রশ্নকর্তাঃ তাহলে ঔষুধের মেয়াদ উত্তির্ণ ।

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: মেয়াদ উত্তির্ণ তারিখ বলতে কি বুঝি?

উওরদাতা : তারিখ ধরেন ছয় মাস বা এক বছর বা দুই বছর , তিন বছর একটা ঔষুধের মেয়াদ আছে না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যেকোন জিনিসের মেয়াদ আছে , যেমন আজকা যেকোন জিনিস কিনার পর এটার মেয়াদ আছে ।

প্রশ্নকর্তা: কিরকম ?

উওরদাতা : যে এটা ছয়মাস চলবো এটা এক বছর চলবো এটা তিনমাস চলবো বা এটা দুই বছর চলবো । এভাবে একটা ইয়ে থাকে না ঔষুধের গায়ে বা বিভিন্ন খাবার জিনিসে দেখবেন লেখা থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : একটা রুটি আনতে গেলে রুটির গায়েও লেখা আছে চব্বিশ ঘন্টা টাইম আছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বা আটচল্লিশ ঘন্টা টাইম আছে । ঐ একটা টাইম থাকে ঔষুধের ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐখানে লেখা থাকে ।

প্রশ্নকর্তা: ঐটায় লেখা থাকে ?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: তখন এটা কি মানে ----?

উওরদাতা : যেটা টাইম ওভার হয় ঐটা বিষাক্ত ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এইটা বাদ । এইটা খাওয়া যাইবো না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আর যেটা টাইম থাকতে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তাইলে এটা খাওয়া যাইব ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তখন আপনারা কি করেন? আপনারা কিনার সময় কি কি করেন?

উওরদাতা : কিনার সময় কিনি ঔষুধ কিনে ঘরে নিয়ে আসি ।

প্রশ্নকর্তা: নিয়ে আসেন কিন্তু মেয়াদ উৎতির্ণ এর তারিখটা কি চেক করেন কিনা ?

উওরদাতা : ঐটা ঘরে আইসে ঐ আমার ছেলেটা একটু কিছু বুঝে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : আর মেয়ে সামান্য একটু কিছু বুঝে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : হেরা দেখে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : দেখে কইলো হ এটা খান ।

প্রশ্নকর্তা: হু।

উওরদাতা : এটার মেয়াদ আছে । কিন্তু আজকাল অনেক ডাক্তার আছে টিভিতেই বইলে দেয় ঔষুধ দেখা চেক কইরা তারপরে খাবেন ।

প্রশ্নকর্তা: কি কি জন্য চেক করতে হবে?

উওরদাতা : ঐযে মূর্খ মানুষের যাইয়া ট্রেপে পইরা যায় অনেক সময় অনেক ঔষুধ দিয়া দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : অনেক সময় অনেক ভুলে ডাক্তারও অনেক কিছু দিয়া দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এটা ঘরে আইনে পোলাপান কিছু লেখাপড়া জানে তদন্ত করি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : দেখি যে না ঠিক আছে ঔষুধ খাই ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : মানে যেটা দেখি খামু না ঐটা খামু না ।

প্রশ্নকর্তা: টাইম ওভার হয়ে গেলে কি অসুবিধা?

উওরদাতা : এটা বিষাক্ত হয়ে যায় । এটাতো আর ভালো না যেকোন জিনিস টাইম ওভার হয়ে গেলে তো ঐটা বিষাক্ত ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এটা খাইলে যেমন একটা রুটি দিলে আমি খাই তাইলে পেটে গন্ডগোল করব ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বা পাতলা পায়খানা হয় বমি করব । একটা না একটা কিছু সমস্যা দেখা দিব ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এরকম আরকি ।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে কি এটা আমরা খাব?

উওরদাতা : না।

প্রশ্নকর্তা: এবিষয়টাকি আপনার কাছে মনে হয় যে এটা চিন্তার বিষয়?

উওরদাতা : হ।

প্রশ্নকর্তা: কোনটা চিন্তার বিষয় ?

উওরদাতা : এইটাই চিন্তার বিষয় যে কোনটা ভালো কোনটা খারাপ দেখা ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এটাতো চিন্তার বিষয় ।

প্রশ্নকর্তা: তাহলে আপনি কিনার সময় কি করবেন ?

উওরদাতা : কিনার সময় দরকার হলে আমি মূর্খ আছি ধরেন একটা এই যেমন এইখান থেকে কিনলাম ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আর একটা দোকানে যেয়ে বললাম যে ভাই জিনিসটা দেখেন তো টাইম ঠিক আছে নাকি । তখন তার থেকে দেখায় আনি। ধরেন হেই দিন একটা পাউডার কিনছি একটা জায়গা থেকে ।

প্রশ্নকর্তা: কি পাউডার ?

উওরদাতা : ইয়া পাউডার না ইয়া গ্লুকোজ । এক দোকান থেকে কিনছি নিয়ে আসছি আবার আর এক দোকান দেখাইছি ভাই এটা দেখেনতো প্যাকেটাতো পুরান দেখা যায় । কইলো এটা টাইম আরও বেশী হয়ে গেছে তারপর আবার বদলায় আনছি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এই এইভাবে খাইতে হয় । আমগোতো ধরেন যারা অশিক্ষিত লোক ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তারা এভাবেই চলতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: তো এই রকম কি দোকানগুলো তে মেয়াদ উৎতির্ণ তারিখ ঔষুধ থাকে?

উওরদাতা : হ্যা থাকে না ।

প্রশ্নকর্তা: কেন রাখে ?

উওরদাতা : কি করমু সেটাতো আমি বলতে পারি না।

প্রশ্নকর্তা: না আপনে তো একজন সিনিয়র মানুষ আপনের কাছে কি মনে হয় কেন এরা এগুলো রাখে ?

উওরদাতা : এগুলা রাখে ধরেন কেউ ভুলে বিক্রি করে অখন আপনে ফার্মেসি দিছেন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আপনার দোকানে একটা লোক বসায় থুয়া গেছেন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এখন হে লোকে একটা ঔষুধ দিয়া দিছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : সেতো আর বুঝবে না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আমি যদি নিয়া আসি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : সেরকম হইতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এই অবস্থায় আমাদের অশিক্ষিত লোকের জন্য আমাদের অবস্থা এরকম হইতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: হু । এটা গেল ঔষুধের কথা এখন এন্টিবায়োটিকের মেয়াদ উৎতির্ণ বলতে আমরা কি বুঝি ?

উওরদাতা : এটাতো মানুষ থেকে শুনি ভালো । মানুষের থেকে শুনি ভালো তো আমি সেদিন বললাম টিভিতে বলছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যে আপনারা যেকোন এন্টিবায়োটিক সিরাপ যে কোন জিনিস খান আপনার ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করে খাবেন ডাক্তারের কাছে বলবেন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বললে ডাক্তাররা পরামর্শ করে আপনাদেরকে ঔষুধ দিবে । এটা কিন্তু এন্টিবায়োটিক সিরাপ বা এন্টিবায়োটিক ঐযে একটা ইনজেকশন সুই আছে না ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : ঐডি ভালো ঐডি আমি একটা ব্যবহার করছিলাম একটা বেপারে ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : ব্যবহার করছিলাম । আজ থেকে এগার বারো , বিশ- পচিঁশ বছর আগে মনে হয় না আরোও আগে না মনে হয় পরে।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : আমি একটা সুই ব্যবহার করছিলাম ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : ঐটাও ভালো ছিল ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : আর অখনতো বলেন বিভিন্ন কম্পানী ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : ঔষুধের কম্পানী বলে অভাব নাই ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : অখন আপনি কোনটা থুয়ে কোনটা খাবেন ? ডাক্তারের কাছে গেলে গ্যাসটিকের ট্যাবলেট এর লাই গেলে একদিন একটা দেয় । একদিন একটা দেয় ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : তো আমরা কি করমু কন ?

প্রশ্নকর্তাঃ তো এইযে একদিন একটা দেয় এর মধ্যে কি এন্টিবায়োটিক দিছে?

উওরদাতা : ঐযে এন্টিবায়োটিক দিছে নাইলে সেটাতো আমি বলতে পারি না।

প্রশ্নকর্তাঃ আচ্ছা।

উওরদাতা : এখন এন্টিবায়োটিক কি গ্যাসটিক দিছে না নাই দিছে ।

প্রশ্নকর্তাঃ হু ।

উওরদাতা : আমিতো বলতে পারি না , আমিতো মূর্খ আমারে দিয়ে দিছে আমি খাইতেছি ।

প্রশ্নকর্তা: হু । কোনটা এন্টিবায়োটিক সেটা আপনি যানেন না ?

উওরদাতা : জানি না । অখন ধরেন একটা গ্যাসটিক খাইলাম ভালো লাগছে ঐকাগজটা নিয়ে আবার ডাক্তারের কাছে গেলাম ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : ডাক্তার ঐ কাগজটা দেখে আবার ঔষুধটা দিয়ে দিল ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা তো এই এইরকম ঘরের ভিতরে কি কখনো কোন ঔষুধ রেখে দেন যে এগুলো ধরেন ঐযে এখন খাওয়াইতেছেন ।

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: খাওয়ানোর পরে ভালো হয়ে গেছে আবার ঐ শেষ শেষ হয় নাই ।

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: অর্ধেক রয়ে গেছে ঐ অর্ধেক আবার পরে খাওয়াবেন এরকম কোনো ঘটনা --?

উওরদাতা : না না এরকম কোন ইয়া করি না আমি । ঔষুধ যেটা থাকব যা দেখছি সুস্থ হইছে মোটামুটি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তখন ডাক্তারের কাছে যাই কইযে ভাই আমার এই ঔষুধটা রয়া গেছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : কেউ যদি বলে নিয়া আসেন আর কেউ যদি বলে না এটা ফালায় দেন । তো ফালায় দেই । এই অবস্থা আরকি ধরেন ঔষুধতো আইনে ঔষুধতো আর ফেরত লয় না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এইতো ঔষুধ ফেরত লয় না । তারপরে ব্যাস এটা ফালায় দিতে হয় । এইযে পরশু দিন ফালায় দিছি কতগুলা ।

প্রশ্নকর্তা: কি ঔষুধ ফালাইছেন ?

উওরদাতা : এই হাবিজাবি ট্যাবলেট টুবলেট এগুলা ফালায় দিছি ঘরে নাতি আছে একটা ঐযে দেখেন না কুলুকুলু করে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তো এই মুখে দেয় কোন খানে কি আছে না আছে বিচরায়া বাইর করে ।

প্রশ্নকর্তা: অ্য ।

উওরদাতা : তাই যা আছে সব ফালায় দিছি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তো এরকম এন্টিবায়োটিক আপনার ভবিষ্যৎতে লাগবে ।

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: এরকম চিন্তা করে কি ঘরে কখনো রাখেন ?

উওরদাতা : না । ঘরে রাখলে যে ঐটা ধরেন একটা জিনিস আছে আমি আজকা টাইম আছে এটা পনেরো দিনের ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এখন যদি ঘরে আমি এক মাস রাখি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তাইলে ঐ জিনিসটা বাদ হয়ে গেল না ?

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তাইলে ঐটা আমার রাইখা লাভ কি নাইলে খালায় দিতে হইবো ঐটা কোনো কাজে লাগবে না । অখন যদি আমি পরবর্তী আবার খামু এটা খাইলে আমার ক্ষতি করব । তখন ঔষুধের বদনাম হবে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যে কি ঔষুধ দিল এটা খারাপ ঔষুধ ভালো না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐটা ফালায় দিতে হয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যেকোন ঔষুধ এই যে আপনার ঘরে যা আসবে খাওয়ার পরে সুস্থ হয়ে গেলে এটা আমরা ফালায় দেই । আমরা এরকম ঘরে কোন ঔষুধ রাখি না । এখানে এই এই ঔষুধের মানে একমাসের বইলে দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এটা খাইতে হয় আস্তে আস্তে এই জিনিসটা ব্যবহার করে। এটা আবার শেষ হয়ে গেলে একদিনের ঔষুধ থাকতে আবার যাইয়ে ঔষুধ আনা লাগে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : গেপ দিতে পারতা না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যায়ে আনতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এই অবস্থাই চলতেছে ।

প্রশ্নকর্তা: তো এন্টিবায়োটিক এর কথা আমরা বলতে ছিলাম এন্টিবায়োটিক যে কয় দিনের জন্য দেয় কয় বেলা খাওয়ার কথা বলে এগুলাকি ডাক্তাররা বলে দেয়?

উওরদাতা : না এটা ঔষুধ দিয়ে দেয় তারা এতটুক বলে যে, আমার নাতির লেইগা আনছিলাম ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : পাঁচদিনের সাতদিনের টাইম দিয়া দেয় বা আমাদেরকে কোনো সিরাপ দিলে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বইলা দেয় এটা পনেরো দিন খাবেন বা এটা এক সাপ্তাহ খাইবেন এটার পরে খাইবেন না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এটা ফালায় দিবেন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : হের ডাক্তাররাও বইলা দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু । তো আপনি কি মনে করেন এই যে আমরা যদি এই ঔষুধটা এইযে সাতদিনের কথা বলছে কিন্তু তিনদিনের দিন ভালো হয়ে গেছি ।

উওরদাতা : হু ।

(৩০ মিনিট ০৩ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা: মানে শরীরটা একটু ভালো লাগতেছে আর খাই নাই এরকম হইছে আপনার ?

উওরদাতা : না আমাদেরতো এরকম হয় নাই ।

প্রশ্নকর্তা: ঘরের ভিতরে কারো হইছে?

উওরদাতা : না হয় নাই।

প্রশ্নকর্তা: পুরাটা শেষ করছেন?

উওরদাতা : হ্যা পুরাটা শেষ করছি ।

প্রশ্নকর্তা: কখনো কি এরকম হইছে যে অর্ধেক মানে সাতদিন খাইতে কইছে তিনদিন খাইছি আর ভালো হয়ে গেছি আর খাই নাই ।

উওরদাতা : না না এটা আমরা যখন দেখছি যখন সুস্থ অবস্থায় আছে ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : একেবারে ভালো ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : তখন তাইলে একদিন ঔষুধ রইছে বাদ বা দুইদিন ঔষুধ রইছে তখন এইটা ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : তখন এইটা আর খাওয়াবো না ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : ডাক্তারেই বইলে দেয় যে সুস্থ হয়ে গেলে এটা আর খাওয়াবেন না ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা । ডাক্তার বইলে দেয়?

উওরদাতা : হ্যা বইলে দেয় যে সুস্থ হইলে এটা কিন্তু আর খাওয়াবেন না ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : আর কোন সিরাপ কি সিরাপ এটাতো আমরা জানি না ।

প্রশ্নকর্তা: জানেন না ?

উওরদাতা : সেটা আমরা জানি না ।

প্রশ্নকর্তা: ঐটা কি ডাক্তাররা বলে দেয় নাকি আপনারাই ফেলে দেন ?

উওরদাতা : না এটা আমরাই ফেলে দেই ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আমরা ফেলে দেই , ডাক্তার একটা ঔষুধ দিবো ধরেন সাতদিনের দিছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : সাতদিন যেয়ে পাঁচদিনে ভালো হয়ে গেছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : দুইদিন রয়ে গেছে । তখন এটা ফালায় দিবো ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এটা আর খাওয়াবো না ।

প্রশ্নকর্তা: এইযে খাওয়াইলেন না ।

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এইযে পাঁচদিন সাতদিনের দিছে পাঁচদিন খাওয়াইছেন দুইদিন খাওয়ান নাই । আপনার কাছে কি মনে হয় এটা ঠিক হইছে কি হয় নাই? এটা কি মানে আমরা কি ভালো কাজ করছি , না ?

উওরদাতা : এটা এক হিসাবে কিন্তু খারাপ ।

প্রশ্নকর্তা: কিরকম ?

উওরদাতা : খারাপ ধরেন ডাক্তাররা বলছে সাতদিন খাওয়ার জন্যে , এখন সাতদিন খাওয়াইয়েন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এখন দেখি নাতি আমার তিন দিনে পাঁচদিনে ছয় চারদিনে সুস্থ হয়ে গেছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তাই এটা খাওয়াইলাম না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ফালায় দিলাম এটা কিন্তু ভুল আমাদের ।

প্রশ্নকর্তা: হু কেন ভুল এটা ?

উওরদাতা : ঐযে ভুল আর খাওয়াবো না নাতি ভালো ।

প্রশ্নকর্তা: না খাওয়াইলে কি হবে ?

উওরদাতা : না খাওয়াইলে পরে আবার অসুস্থ হয়ে পরতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: হু হু ।

উওরদাতা : এটাতো ভাবি না ।

প্রশ্নকর্তা: তো অসুস্থতা হইলে কি হইব আবার ?

উওরদাতা : তখন এই সিরাপ আবার আনতে হবে যাইয়া।

প্রশ্নকর্তা: হু । তখন কি এই ঔষুধটা কাজ করবে আবার ? নাকি কি করেন ডাক্তাররা কি বলে তখন ?

উওরদাতা : ডাক্তাররা দিয়া , ডাক্তাররা কিছু বলে না গেলে ঔষুধ দিয়া দেয় । তার কাছে যামু তারা ঔষুধ দিয়া দিবো । ধরেন এইযে আমার নাতির লেইগা মনে হয় দুইবার নাকি, দুইবার নাকি তিনবার আনছি । হ্যা মহাখালি একবার গেলাম । মহাখালি একবার আর এখানে একবার । এইযে দুইদিনে ভালো হয়ে গেছে আর খাওয়ায় নাই ।

প্রশ্নকর্তা: খাওয়ান নাই ? এইযে খাওয়ান না আমরা যে খাওয়ায় শেষ করি না আমি জিগাইতেছি ্এটা কি আমাদের চিন্তার বিষয়?

উওরদাতা : আছে একটু চিন্তার বিষয় আছে , আমরাতো সেটা বুঝিনা দেখাই আজকে আমাদের এই অবস্থা ।

প্রশ্নকর্তা: মানে কি চিন্তাটা কি আসে ? মানে কি --?

উওরদাতা : চিন্তাটা আসে ধরেন এই ,---

প্রশ্নকর্তা: দুইদিন খাওয়ায় শেষ না করলে কি হবে ?

উওরদাতা : শেষ না করলে কি হবে ? এখন নাতি ভালো হয়ে গেছে এখন খাওয়াইলে আবার কি হবে? যদি ক্ষতি হয়?

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐ ভয়ের কারনে খাওয়াই না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ধরেন আমার পাতলা পায়খানা হইতেছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : অখন ধরেন দুইদিন খাওয়াইছি তিনদিন খাওয়াইছি ভালো হয়ে গেছে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তখন এটা আর খাওয়াবো না ভালো হয়ে গেছে যদি ক্ষতি হয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ঐ বুঝার ভুল এটা ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বুঝতে পারি না এটা ফালায় দিতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা: আপনে কি মনে করেন এইযে ঔষুধটা যে যতদিনের কথা বলছে যে ডোজটা।

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: কোর্সটা যে একটা কোর্স এতদিন খাওয়াইতে কইছে এটা এতদিন খাওয়ানোই উচিৎ ।

উওরদাতা : হ্যা এটা নিয়ম আছে ।

প্রশ্নকর্তা: তো এটা যে আমরা খাওয়াচ্ছি না তাইলে আমাদের কি অসুবিধা হইতে পারে ?

উওরদাতা : অসুবিধা আবার ঐ রোগ দেখা দিতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: ঐ রোগটা আবার দেখা দিতে পারে?

উওরদাতা : আবার দেখা দিতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: এটা এ বিষয়টা নিয়ে কি আপনি চিন্তিতো ? যদি আমরা এটা না খাওয়াই তাইলে আবার রোগ দেখা দিবে তখন এ বিষয়গুলা নিয়ে কি------

উওরদাতা : এখন এটা দুইটাই চিন্তা ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : একটা চিন্তা হলো নাতি যখন আল্লাহ দিলে সুস্থ হয়ে যায় খাওয়াইতাম না।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা ।

উওরদাতা : তখন খাওয়ায় যদি ক্ষতি হয় ?

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আর একটা হল যে জিনিসটা খাওয়াইলে কিন্তু নাতি আবার ভালোও থাকবে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বা সুস্থ থাকবে হেইদিকে এক চিন্তা আর এক চিন্তা এখন যদি খাওয়ায় আবার ক্ষতি হয় । ঐ ভয়ে খাওয়াই না ।

প্রশ্নকর্তা: খাওয়াইলে ক্ষতি হবে এই চিন্তাটা কেন আসে ?

উওরদাতা : হ্যা?

প্রশ্নকর্তা: এটা শেষ করলে ।

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: মানে এইযে কোর্সটা শেষ করলে এটা ক্ষতি হবে এটা চিন্তা কেন আসে মাথায় ?

উওরদাতা : ঐ আসে ভয়ে, যদি ছোট মানুষ বাচ্চা মানুষের কোন কিছু হয়ে যায় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এই কারনে খাওয়াই না ।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে ডাক্তারতো বলছে আপনার পাঁচদিন বা সাতদিন খাওয়াইতে ।

উওরদাতা : হ্যা । সাতদিন খাওয়াইতে ।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে আমরাতো তিনদিনের দিন বন্ধ করে দিলাম ।

উওরদাতা : বন্ধ করে দিলাম ।

প্রশ্নকর্তা: তাইলে এটা মাথায় আসলো কেন ক্ষতি হবে ? মাথায় আসে কেন?

উওরদাতা :এখন সেটাইতো ভুল এইতো আমরাতো বুঝি বা---

প্রশ্নকর্তা: না আমরা মানে জানার চেষ্টা করছি মানে আলাপ করে বুঝার চেষ্টা করতেছি মানে কেন মানে আমরা চিন্তা করি কেন?

উওরদাতা : এইযে মূর্খ মানুষ বুঝি না । যদি আজকে লেখাপড়া যানতাম শিক্ষিত হইতাম তাইলে বুঝতে পারতাম ।

প্রশ্নকর্তা: সেটা ঠিক আছে আপনি আমি হয়তো বা জানি না যে জানে না তার আছেই জানেন কিন্তু যারা জানে তারাওতো কোনো সময় এই কাজ গুলা করে ।

উওরদাতা : হ্যা করে করলে করে ।

প্রশ্নকর্তা: কিন্তু কেন?

উওরদাতা : ভুলের কারনে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । অ্যা তাহলে এই যেটা হইছে যে বাচ্চার বা পরামর্শ যে দেয় সেক্ষেত্রে কি কোন মানে গেপ আছে কিনা আমি সেটা জানতে চাচ্ছি ।

উওরদাতা : না ডাক্তারদের পরামর্শে কোন গেপ নাই ।

প্রশ্নকর্তা: ডাক্তার কি কয় কি ?

উওরদাতা : ডাক্তাররা বলে এটা সাতদিন খাওয়াবেন এটা পাঁচদিন খাওয়াবেন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বা এটা দুইদন খাওয়াবেন একটা ইয়া দিয়া দেয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : দিল এখন ধরেন এই সাতদিন দিছে দুইদিন খাওয়াইছি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এখন সুস্থ হয়ে গেছে আর বন্ধ করে দিছি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এখন এইটা ভুল হলো আমাদের কারন আমরা বেশী বুঝি।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : লেখাপড়া জানি না এই কারনে ডাক্তাররা কথা ঠিকই বলে ডাক্তাররা কিন্তু মিথ্যা কথা বলে না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ডাক্তারের কথা ঠিকই আছে ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । তো এইযে এন্টিবায়োটিকের কথা আমরা বলছিলাম যে এই এই ঔষুধগুলো যদি ডেজটা বা এই কোর্সটা যদি আমরা কমপ্লিট না করি।

উওরদাতা : হু ।

(৩৫ মিনিট ০৭ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা: তাহলে এই আবার অসুস্থতা আপনি বলতেছেন আবার হইতে পারে বা এটা ।

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: তো এটাকে কি বলে এটার একটা নাম আছে এটা কি জানেন আপনি? এটা কে কি কি বলে ?

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিসটেন্স কথা শুনছেন কখনো ?

উওরদাতা : নাম, নাম শুনতেছি ।

প্রশ্নকর্তা: কি কি শুনছেন? কোথায় শুনছেন ?

উওরদাতা : এইযে এই মানুষ থেকে শুনি বা টিভিতেও মাঝে মাঝে দেখি বা পেপারেও দেখি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বিভিন্ন জায়গায় দেখি বা মানুষে আলোচনা করে শুনি ।

প্রশ্নকর্তা: কি কি আলোচনা করে?

উওরদাতা : এইযে এন্টিবায়োটিক সিরাপের কথা এই সিরাপ ঔষুধের কথা মানে তারা আলোচনা করে বইসা । মানে যেকোন যে যেরকম বলে সেরকম বলে আরকি ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা ।

উওরদাতা : ভালো বা মন্দ ।

প্রশ্নকর্তা: এটা হইছে এন্টিবায়োটিকের কথা শুনেন?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিমাইক্রোবিয়াল রেসিসন্সে ।

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: রেসিসন্টেস টা কখন হয়? কি জন্য হয় ?

উওরদাতা : এটা বলতে পারি না ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । ঐযে আপনি বলতেছিলেন আমরা যদি ঐযে একটা কোর্স দিছে কোর্স যদি আমরা শেষ না করি তা্হলে এটা একটা অসুবিধা হইতে পারে ।

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: নাকি পারে না ?

উওরদাতা : পারে ।

প্রশ্নকর্তা: পারে ?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: এট যদি এই শেষ না করি তাহলে আপনার এই এন্টিবায়োটিকটা আর কাজ করবে না ।

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: এটা হচ্ছে এন্টিবায়োটিক রেসিসটেন্স । হ্যা ? তাইলে হইছে কি আমরা আবার ঔষুধ আর কোথায় পাবো ? এই একই ঔষুধ ধরেন এখন আপনাকে একটা ঔষুধ দিল এন্টিবায়োটিক এই ঔষুধটা খাইতে বলছে এখন যদি আমরা এটা না খাই শেষ না করি তাহলে কিন্তু রোগটা ভালো হইলো ?

উওরদাতা : নাহ ।

প্রশ্নকর্তা: পুর্ণাঙ্গ সুস্থ হইছেন আপনি ?

উওরদাতা : নাহ ।

প্রশ্নকর্তা: কি হইছে ?

উওরদাতা : একটু রয়ে গেছে আর একটু ভালো লাগে নাই দেখে আর খাই নাই ।

প্রশ্নকর্তা: হ্যা । তাইলে এটা আবার কি হইতে পারে ?

উওরদাতা : আবার রিয়েকশন করবে।

প্রশ্নকর্তা: আবার রিয়েকশন করে আবার দেখাইতে পারে ।

উওরদাতা : আবার দেখাইতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: তো দেখা দিলে আবার যদি আপনাকে এই ঔষুধটা দেয় তখন এই ঔষুধটা অনেক সময় কাজ না করতে পারে । এই যে কাজ করবে না এটাকে বলা হয় এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিসটেন্স । তার মানে সে এইটা কার্জকরটা নষ্ট করে দিছে , যে সে এইটা তখন আপনাকে আরো হায়ার এন্টিবায়োটিকে যাইতে হবে ।

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: মানে আরো উচ্চ আরো ক্ষমতা সম্পন্ন ঔষুধ দিতে হবে ।

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: তখন এটা আমাদের চিন্তার বিষয় আমরা কোথায় পাবো কি করবো , হ্যা ? এটাকে বলা হয় এন্টিমাইক্রোবিয়াল রেসিসটেন্স । তো আপনার কাছে কি মনে হয় এইযে আমরা যদি পুরো কোর্সটা শেষ না করি এটাকি একটা দুশচিন্তার বিষয়?

উওরদাতা : হু ।

প্রশ্নকর্তা: চাচা ?

উওরদাতা : দুশ্চিন্তার বিষয় তো থাকবে ।

প্রশ্নকর্তা: হুম ।

উওরদাতা : একটা হইলো ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : ক্ষতি হইতে পারে আর একটা হইলো রোগ ভালা নাও হইতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তাইলে দুইটা না ?

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : অখনতো মনে সন্দেহ না আদরের নাতি এখন খাওয়াইছি তিনদিন ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : দেখি নাতি ভালো হয়ে গেছে এখন খাওয়াবো না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : এখন যদি খাওয়াইলে ক্ষতি হয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : আবার যদি না খাওয়াইলেও ক্ষতি হয় ? মনের ভিতরে একটা দুর্বল থাইকে যায় আরকি ।

প্রশ্নকর্তা: তো এই দুর্বলতাটা আমরা কিভাবে কাটাইতে পারি ? কি করা যেতে পারে ?

উওরদাতা : অখন দেখতেছি যেভাবে শুনতেছি ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : যে, যেকোন ডাক্তার ঔষুধ দিলে বা পাঁচদিন দেক সাতদিন দেক।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : বা দুইদিন দেক । এই ঔষুধ খাওয়ায় যাইতে হবে ।

প্রশ্নকর্তা: আর এটার জন্য কি করা যাইতে পারে ? কি করলে মানে আমরা নিয়ম গুলো আমরা সঠিক ভাবে পালন করবো ? এটার জন্য আমরা কি করতে পারি?

উওরদাতা : এটার জন্য একটা যেকোন একটা পরামর্শ করতে হবে লোকের সাথে কিভাবে এটা কি করা যায় ।

প্রশ্নকর্তা: কার সাথে পরামর্শ?

উওরদাতা : যেকোন ডাক্তারের সাথে বলবো ।

প্রশ্নকর্তা: ডাক্তারের সাথে পরামর্শ করার কথা বলতেছেন?

উওরদাতা : হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । কিভাবে এটা হলে সবাই জানতে পারবে ?

উওরদাতা : এইটা ধরেন যখন একটা জিনিস ভালো হয় বা ডাক্তার যদি বলে এই জিনিসটা এমনে খাওয়াইবা । বা যেকোন জিনিস একটা ভালো হয় ।

প্রশ্নকর্তা: হু।

উওরদাতা : তাইলে এই জিনিসটা প্রচার হয় সবাই ভালো বলে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : কিন্তু কেও খারাপ বলে না । ধরেন এইযে ঔষুধ এইযে এন্টিবায়োটিক তো আগের থেকে আমরা শুনে আসছি ভালো অখনো শুনি ভালোই খারাপতো আর কারো মুখে শুনি না ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : সবাই ভালো বলে ।

প্রশ্নকর্তা: হু ।

উওরদাতা : তখন আমরা যদি মূর্খ মানুষ বুঝার ভুলের কারনে অনেক সময় ভুল আমরা নিজেরাই কইরা ফালাই । একারনে আমাদের আবার রোগ হয় ।

প্রশ্নকর্তা: এন্টিবায়োটিক কি কখনো মানুষের ক্ষতি করে ?

উওরদাতা : না এটা আমি শুনি নাই কারো ক্ষতি করতে ।

প্রশ্নকর্তা: হু?

উওরদাতা : আমি শুনি নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি শুনেন নাই ?

উওরদাতা : নাহ।

প্রশ্নকর্তা: আপনি জানেন কিনা কখনো মানুষের ক্ষতি করতে পারে ?

উওরদাতা : না এটা আমি শুনি নাই কখনো ।

প্রশ্নকর্তা: অ্যা ---

উওরদাতা : আমি কারো মুখে শুনি নাই ।

প্রশ্নকর্তা: আচ্ছা । এন্টিবায়োটিক রেসিসটেন্স এটা কি ধরনের অসুস্থতা তৈরী করে বা সমস্যা তৈরী করে এটা জানেন ?

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: এটা জানেন না ? এন্টিবায়োটিক রেসিসটেন্স কি এটা জানেন আপনি ?

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: শুনছেন কোথাও ?

উওরদাতা : না ।

প্রশ্নকর্তা: ঠিক আছে চাচা তাইলে আমরা অনেক গুলা বিষয় নিয়ে আপনার সাথে আলাপ করলাম, আশা করি এই বিষয় গুলো আমাদের এই গবেষনার কাজকে অনেক সমৃদ্ধ করবে অনেক শক্তিশালী হবে । আর আপনার যদি কোন ধরনের প্রশ্ন বা জিজ্ঞাসা থাকে আপনি আমাকে করতে পারেন । আসসালামুআলাইকুম ।

উওরদাতা : ওয়ালাইকুম আসসালাম ।

(৩৯ মিনিট ২২ সেকেন্ড)